ঈশ্বরপুত্র প্রভু যীশু

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ আমাদেরও prophet (প্রেরিতপুরুষ), আর্য্যধারা যদি জীবন্ত থাকত তা-হলে হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ হয়ত একাদশ অবতার, দ্বাদশ অবতার বলে পরিগণিত হতেন। Anti Biblism (বাইবেল বিরোধী), Anti Quranism (কোরাণ বিরোধী), Anti Vedism (বেদ বিরোধী)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার নিরাকরণ করতে হবে। শাক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-পরিবারে বিয়ে-সাদির কোন নিষেধ নেই—সৌর ব্রাহ্মণ ও গাণপত্য ব্রাহ্মণে যেমন বিয়ে চলতে পারে—মুসলমান ব্রাহ্মণ, হিন্দু ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান ব্রাহ্মণের মধ্যেও তেমনি বিয়ে-থাওয়া হতে পারে অনুলোমক্রমে—এতে বাধা নেই।

আ. প্র.১/২.৭.১৯৪০

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'চরিত্র' 'চরিত্র' বলে, কিন্তু একটা চরিত্রবান মানুষ সামনে না থাকলে চলা বা বিবেচনা ঠিক হয় না, তাই চরিত্রই form (গঠন) করে না। মেরী ম্যাগডলিনের কথা ভাব তো দেখি, তার আগের জীবন কেমন ছিল, কিন্তু ক্রাইস্টকে যখন সবাই deny (অস্বীকার) করল তখন কিন্তু সে একলাই তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল, পরে যখন শিষ্যেরা দেখল—আসর জমে উঠেছে, গা ঢাকা দিয়ে থাকলে পস্তাতে হবে, তখন এক একজন খাতা, গামছা বগলে নিয়ে অমুক saint (সাধু), তমুক saint (সাধু) নাম নিয়ে বের হলো, সব সত্ত্বেও মেরী ম্যাগডলিনেরই বলতে হবে চরিত্র।

আ. প্র. ১/২২.১১.১৯৪১

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—Resist no evil (অসৎকে প্রতিরোধ করো না)—মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, sentence (বাক্য)-টার মধ্যে punctuation (বিরামচিহ্ন প্রকরণ)-এ ভুল আছে। জেম্‌স্‌ যেমন বলেছেন—Resist, no evil—সেই কথাটাই ঠিক, অর্থাৎ নিরোধ কর, অসৎ-এর অস্তিত্ব থাকবে না। অসৎকে যদি নিরোধ না করি, তাহলে অস্তিত্বধর্ম্মী আমরা যে অনস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাব। যীশুখ্রীষ্ট, যিনি কিনা মানব-সত্তার উদ্ধাতা, তিনি অমনতর বলতে চেয়েছেন বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। আর তাঁর নিজের জীবনের আচরণ

দেখেও তা বোঝা যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি তো বরাবরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই যে মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, মন্দিরের প্রাঙ্গণে ব্যবসাদাররা দোকান-পাট মেলে মেলা বসিয়ে ফেলেছে, সেখানে তিনি কেমন রুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন? এইটে কি resist (নিরোধ) না করার দৃষ্টান্ত? তবে মহাপুরুষদের জীবনে একটা ব্যাপার এই দেখা যায় যে, তাঁরা পোকাটি-মাকড়টি পর্য্যন্ত বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নিজেদের কথা তাঁরা মোটেই ভাবেন না। অমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নন তাঁরা, সকলের জন্য ভেবে, সকলের জন্য ব্যবস্থা করেই তাঁরা সুখ পান, তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুখ-স্বস্তি-বিধানের দায়িত্ব তাই তাঁদের ভালবাসে যারা, তাদের উপর। তারা যদি তাঁদের আগলে না রাখে তবে তাঁদের অস্তিত্ব যে-কোন মুহূর্তেই বিপন্ন হতে পারে। সবার রক্ষায় অমোঘবীর্য্য তাঁরা, কিন্তু আত্মরক্ষায় নিষ্ক্রিয়। তাঁরা ভালবাসার কাঙ্গাল, ভালবেসে কেউ তাঁদের জন্য কিছু করেছে দেখলেই মহাখুশী। নিজের সম্বন্ধে এতই উদাসীন তাঁরা যে কোন-কিছুকে নিজের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও তাঁরা হয়ত অবাধে বলবেন—হ্যাঁ! এইটেই হতে দাও, বাধা দিও না, কারণ, সেইটি হতে দিলে হয়ত ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ ইচ্ছা-পূরণ বা বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির সুবিধা হবে। তাঁদের কাছে তো সর্ব্বদা— 'Thy necessity is greater than mine' (তোমার প্রয়োজন আমার থেকে বড়), তাই আর চাই কি? তোমার প্রয়োজন পূরণ হলেই হলো, সে আমার জীবনের বিনিময়েও যদি হয়, তাও ক্ষতি কি? মানুষের জন্য, শুধু মানুষের জন্য কেন, সামান্যতম প্রাণীর জন্য পর্য্যন্তও তাঁরা ততখানি করতে পারেন—এমনই বেহিসেবী, বেপরোয়া, আত্মভোলা তাঁরা। কিন্তু তাঁদের সেই 'হতে দাও, বাধা দিও না' কথায় সায় দিয়ে আমরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, তাঁদের আদেশ-পালনের দোহাই দিয়ে তাঁদের জীবনরক্ষায় যত্নবান না হই, তবে সেইটেই হবে গুরু-আনুগত্যের নামে পরম ভণ্ডামী। অমনতর ক্ষেত্রে তাঁদের আদেশ অমান্য করেও তাঁদের যদি বাঁচাই—সেই হবে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা। তাঁরা ক্রোধ দেখালেও শেষ পর্য্যন্ত খুশীই হবেন তা'তে। তাই বাইবেলের 'Resist no evil' (অসৎকে নিরোধ করো না)—এ কথা যীশুখ্রীষ্ট ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপর যে অন্যায়-উৎপাত আসছিল, সেই প্রসঙ্গে বলেছেন কিনা, সেটাও আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। তাঁর নিজের উপর অন্যায় হলে, সেই

অন্যায়ের সম্পর্কে তাঁর মুখ দিয়ে একথাটা বেরোন কিছু বিচিত্র নয়। ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে সেইটেই হয়ত অন্যভাবে চালিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া সব evil (অসৎ)-কে সব সময় সরাসরি resist (প্রতিরোধ) করাও যায় না, অসৎ-এর শক্তি যেখানে প্রবল, বিপুল ও পরাক্রমশালী, সুকৌশলে শক্তিসংহত না করে যদি সেখানে বেকুবের মত বিনা প্রস্তুতিতে হঠাৎ ঘা দিতে যাও, তবে তুমি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই, তাছাড়া তোমার উদ্দেশ্যও সফল হবে না।

অবাঞ্ছিত, প্রতিকূল কিছু ঘটলে মানুষ তাকেও অনেক সময় evil (দুর্দ্দৈব) বলে, সেখানে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে তো লাভ নেই। যেটা এসে পড়েছে, তাকে শুভে সুনিয়ন্ত্রিত করা লাগবে এবং যে-কারণে তার আবির্ভাব হয়েছে, তার নিরসনে সচেষ্ট হতে হবে, যাতে অমনটি ভবিষ্যতে আর না ঘটে। অবস্থার তালে পড়ে দিশেহারা হয়ে আবোল-তাবোল পাঁয়তারা ভাজলে হবে না, আস্ফালনেও কাম দেবে না, স্থিরমস্তিষ্কে সেটাকে আয়ত্তে এনে কল্যাণপ্রসূ করে তুলতে হবে। তাই আমিও বলেছি, Manage the evil for good (খারাপ অবস্থাকে শুভপ্রসূ করে পরিচালিত করো)। আমার ঐ কথা দেখে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে যদি কেউ বলে—ঠাকুর অসৎকে নিরোধ করতে বলেননি, তাহলে সেটা কি ঠিক হবে? তাই প্রথমে নির্ণয় করতে হবে—যীশুখ্রীষ্ট কখন, কোন অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ কথা বলেছেন। বাস্তবতা-ভ্রষ্ট হয়ে তথাকথিত দার্শনিকতা হিসাবে যীশুখ্রীষ্ট কিছুই বলেননি, সেভাবে বুঝতে গেলে আমরাও ঠকে যাব।

একদল নামকাওয়াস্তে ভক্ত আছে, যাদের কাছে কর্ম্মহীনতার কথা বড়ই প্রিয়। তার সমর্থনে কোন কথা পেলে তারা ফলাও করে ধরে।.....ঐ ধরণের ভক্ত যারা তাদের কাছেই 'Resist no evil'—অসৎকে নিরোধ করো না'—এই অর্থ ভাল লাগে। ভাবে—কাম কি অতো তাফাল দিয়ে!

আ. প্র. ২/১৭.১২.১৯৪১

কথাপ্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—যীশুখ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ সম্বন্ধে আপনি কী বলতে চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুখ্রীষ্টের প্রাণ দান প্রয়োজন হয়েছিল তৎকালীন নিষ্ঠুর

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তাঁর শিষ্যবর্গের ঔদাসীন্য ও অদূরদর্শিতার জন্য। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁর অমনতর মৃত্যুকে অনিবার্য্য প্রয়োজন করে তুলেছিল, কিন্তু অন্ততঃ তাঁর শিষ্যবর্গ যদি আরো অনুরক্ত, শক্তিমান ও সুকৌশলী হতেন, তাহলে এ মৃত্যু যে avoid (পরিহার) করা যেত না, তা আমি মনে করি না। আর তাঁর crucification (ক্রুশবিদ্ধ হওয়া) যে divine decree (ভাগবত বিধান) আমি তাও মনে করি না। যদিও আমার মনে ধাক্কা মারে যে তিনি বেঁচেই ছিলেন।

প্রশ্ন—যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুকে অবলম্বন করেই তো তাঁর প্রচার আরো ত্বরান্বিত হলো। তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠার দিক্ দিয়ে তো তাঁর মৃত্যু কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নৃশংস হত্যার ভিতর দিয়ে তাঁর যে অকালমৃত্যু ঘটলো, এটা মন্দই, এই মন্দের ভিতর দিয়ে যতখানি ভাল করা যায়, তা তাঁর শিষ্যবর্গ পরবর্ত্তীকালে করেছিলেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠার দিক্ দিয়ে এর থেকে ভাল হতো না। তাঁর জীবনই যে পৃথিবীর মহাসম্পদ, তাঁর একটা নিঃশ্বাসের বাতাসে জগতের যত মঙ্গল হয়, তার কি কূলকিনারা করতে পারি আমরা? তিনি বেঁচে থাকলে মানুষগুলিকে আরো কতখানি গড়ে দিয়ে যেতে পারতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে অতো তাড়াতাড়ি হয়ত বিকৃতি আসতে পারতো না। তারপর ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনচলনা সম্বন্ধে আরো কত হয়ত বিশদ নির্দ্দেশ পাওয়া যেত।

প্রশ্ন—যীশুখ্রীষ্টের যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেইগুলিই কি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fundamental (মূল) কথাগুলি যীশুখ্রীষ্টের বলা থাকলেও আরো অনেক কথা বলার হয়ত বাকী ছিল। যদি বৈশিষ্ট্যানুপাতিক grouping (বিভাগ) ও proper marriage system (বিহিত বিবাহ প্রথা) introduced (প্রবর্ত্তিত) না হয়, তাহলে ভিতটাই থেকে যায় কাঁচা। Religion (ধর্ম্ম) বা morality (নৈতিকতা) সেখানে ভালভাবে শিকড় গাড়তে পারে না। ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চা যথেষ্ট হয়ে থাকলেও সমাজব্যবস্থা বা বিবাহ-ব্যাপারে সেখানে খাঁটি-খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিধান এখনও চালু হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত বিজ্ঞানের চর্চ্চা ইদানীং কম হয়ে থাকলেও, আগে আমাদের ঋষিরা ছিলেন অত্যন্ত science-minded (বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন)। সমাজ-

সংস্থিতির জন্য যে-বিজ্ঞান সব চাইতে বেশী প্রয়োজন সেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ছিল প্রখর। তাই সংহিতাগুলির ভিতর দেখা যায় বর্ণ-বিধান ও বিবাহের প্রতি কতখানি তীক্ষ্ণ নজর। তাঁরা সূত্রাকারে কথাগুলি বলে গেছেন, সব জায়গায় reasoning (যুক্তি)-গুলি unfold (প্রকাশ) করেননি। তাই অনেক সময় ওগুলি narrow dogmatic assertion-এর (সঙ্কীর্ণ স্বমতপোষক সদম্ভ উক্তির) মত মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। অনেক experiment (পরীক্ষা) ও observation (পর্যবেক্ষণ)-এর ফলে ঐ সব generalization (সাধারণ নীতি-নির্দ্ধারণ) তাঁরা করেছেন। আপনাদের কাজ হলো, ঐগুলির scientific causal relation (বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণ-সম্পর্ক) unfold (উদ্‌ঘাটিত) করা। ইউরোপ, আমেরিকার অস্তিত্বের জন্য সেখানে এই তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন আছে। ওখানে সামাজিক প্রথা হিসাবে কতকগুলি জিনিস ভাল আছে, তাই এখনও ঠাট বজায় আছে। কিন্তু ওখানকার সমাজব্যবস্থা ও বিবাহপদ্ধতি যদি শাশ্বত বিজ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা তাদের সব উন্নতি সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আমি তো ভাল করে সব খবর রাখি না। আপনাদের কাছে যা শুনি তাতে এমনতরই মনে হয়। শুধু ইউরোপ, আমেরিকা কেন, যে দেশই সুপ্রজননের উপযোগী বৈজ্ঞানিক সমাজবিধান ও বিবাহ-প্রথার আশ্রয় গ্রহণ না করবে, সে দেশই কালের কবলে পড়ে যাবে। তাদের হাজারো achievement-ও (কৃতিত্বও) তাদের দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। হাউইবাজীর মত তারা দপ করে জ্বলে উঠে ফট্ করে মিইয়ে যাবে। ভারত যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে তার কৃষ্টি ও সভ্যতা নিয়ে বেঁচে আছে, এখনও যে এদেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত মানুষের জন্ম হয়, তার মূলে আছে ভারতের ঋষি-প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রম ও বিবাহপ্রথা। বাইবেলে আমরা যতটুকু যা পাই, তার কোন-কিছুই আর্য্যকৃষ্টির বিরোধী নয়। মনে হয়, দেশকালপাত্রানুপাতিক একই কথা। কিন্তু তিনি সব কথা ব্যক্ত করার সময় পেলেন কই? তাই তাঁর বাঁচার প্রয়োজন ছিল কত বেশী, তা তো সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষ জেনেশুনে তো অনেক ভুল করেই, কিন্তু না জেনেও মানুষ অনেক ভুল করে। সেইজন্য মহাপুরুষরা এসে মানুষকে সত্যিকার পথ জানিয়ে দিয়ে যান।

আ.প্র. ৪/২৪.৯.১৯৪২

একটি দাদা বললেন—যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—বরং সূচের ছিদ্রের ভিতর-দিয়ে উটের চলে যাওয়া সহজ, কিন্তু ধনীর স্বর্গে প্রবেশ করা সহজ নয়। আবার আপনি বলেছেন—যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেখানে অর্থ থাকবেই। এই দুই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধনের আসক্তিতে যে নিমজ্জিত, ধনের অহঙ্কারে যে মত্ত, এই অহঙ্কারে যে অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ধনলালসায় যে অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম করে, আবার প্রচুর অর্থ পেয়ে যে সেই অর্থ নিজের খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির পূজায় লাগায়, তেমনতর ধনী সম্বন্ধেই যীশুখ্রীষ্ট ঐকথা বলেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম করলে, মানুষের বাঁচাবাড়ার যোগান দিলে, তাতে যে অর্থ আসে সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? সেই অর্থের যদি আবার ইষ্টার্থী ও সত্তাপোষণী ব্যবহার করা হয়, তা-দিয়ে যদি পরিবেশের মঙ্গল করা হয়, তাহলে কি তা কখনও মানুষের আত্মার অধোগতির কারণ হতে পারে? অনাথপিণ্ডদ তো শুনেছি বুদ্ধদেবের কাজের জন্য কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন। তিনি তো ধনী ছিলেন। ধনী ছিলেন বলে কি তিনি পরমপিতার পথের পথিক হতে পারেননি? তাই, কোন্ কথাটা কোন্ উদ্দেশ্যে ও কোন প্রসঙ্গে বলা, সেটা ভাল-করে বুঝতে হয়।

আ: প্র. ৫/১৫.১০.১৯৪৩

ক্যাপেল ব্রিটন নামক একজন ইংরেজ যুবকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে না তো?

ক্যাপেল—না। সৈন্যবিভাগে কাজ করতে এসে আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে শিখেছি। সে তুলনায় এখানে আরামে আছি। আর, আশ্রমবাসীদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার অন্তরে ভালবাসা আছে, তাই তা অন্যের অন্তরের ভালবাসাকেও জাগ্রত করে তোলে। ভালবাসার সম্পদ যার আছে, কেউ তার পর থাকে না—সবাই তার আপন।

ক্যাপেল—আপনি আমার উপর যে সদ্‌গুণের আরোপ করছেন, সে-সদ্‌গুণ আমার নেই। কেমন-করে সে-সদ্‌গুণ আমার ভিতর জাগবে, তাই তো জানতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তুমি যে এই সদ্‌গুণ তোমার ভিতর জাগ্রত করে তুলতে আগ্রহশীল, তাতেই বোঝা যায়—তোমার প্রকৃতির ভিতর ওটা আছেই। তবে তাকে পোষণ দিতে হয়; যতই পোষণ দেওয়া যায়, ততই তা বাড়ে। প্রভু

যীশু হলেন মূর্ত্ত প্রেম, তাঁর প্রতি যত আমাদের টান বাড়ে, ততই তা ছড়িয়ে পড়ে জগতের উপর। নইলে ভালবাসার অনুশীলন করতে চাইলেও করা যায় না, প্রবৃত্তির পাল্লায় পড়ে ভালবাসা বিপথে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তার বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না।

ক্যাপেল—প্রভু যীশুকে তো ভালবাসতে চাই, কিন্তু তাঁকে তো অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি না। আর এও বুঝতে পারি না, এই যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তিময় জগতে ভালবাসার স্থান কতটুকু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভুকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসেন, তাঁর নীতি-নিয়ম দৈনন্দিন জীবনে পালন করে চলেন, তাঁতে তন্ময়—এমন কোন ভক্তকে যদি পাও, তবে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর মাধ্যমে প্রভুর উপলব্ধি সহজ হয়ে উঠতে পারে। শুধু বই পড়ে বা কল্পনা করে তাঁকে বোঝা যায় না। তদ্‌গতচিত্ত, তদ্‌গতচরিত্র জীবন্ত মানুষকে দেখেই তাঁকে আমরা কিছু-কিছু বুঝতে পারি, অবশ্য শুধু দেখলেই হয় না, ভালবেসে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে হয় বাস্তবে। দরকার হল unconditional surrender (নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ)। কারণ, তাঁর কথা আমার যতটুকু ভাল লাগে, যতটুকু পছন্দ হয়, ততটুকু যদি মানি, আর যা ভাল না-লাগে বা পছন্দ না-হয়, তা যদি না-মানি, তবে কিন্তু আমার complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না। তাঁর অনেক-কথা ভাল লাগে না বা বুঝতে পারি না, তার কারণ হলো complex (প্রবৃত্তি), complex (প্রবৃত্তি) আমাদের বুঝতে দেয় না। যে reason-এর (যুক্তির) আমরা এত বড়াই করি, সে reason (যুক্তি) কিন্তু আমাদের খুব বেশী সাহায্য করে না। কারণ, reason (যুক্তি) চলে complex ও sentiment (প্রবৃত্তি ও ভাবানুকম্পিত) অনুযায়ী। তাই, নির্বিচারে তাঁর নির্দ্দেশ পালন করে চলতে হয়। ভাল লাগুক-না লাগুক, জোর করেও তাঁর নির্দ্দেশগুলি পালন করে চলতে থাকলে পরে বোঝা যায় তিনি কেন কি বলেন। এইভাবে চলতে চলতে আমরা আমাদের submerged complex-গুলি (নিমজ্জিত প্রবৃত্তিগুলি) চিনতে ও বিন্যস্ত করতে শিখি। তাই, একজন seer -এর (দ্রষ্টার) guidance-এ (পরিচালনায়) না-চললে complete transmutation of personality (ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপান্তর) হয় না। চরিত্রের মধ্যে অনেক গোঁজামিল থাকে। সদ্‌বৃত্তির বিকাশ হলেও তার মধ্যে প্রায়শঃ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-কামনাই প্রধান থাকে। তাই, real elevation of being

(সত্তার প্রকৃত উন্নতি) হয় না।......আর, জগতে যে আজ এত অশান্তি ও দ্বন্দ্ব, তার কারণ আদর্শকেন্দ্রিকতার অভাব। Lord Christ (প্রভু খ্রীষ্ট)-কে কেন্দ্র করে যদি আমরা চলতাম, আর মানুষকে যদি তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারতাম, তাহলে এ-অবস্থার সৃষ্টি হতো না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) হয়ে উঠতো। কেউ কাউকে মারার কল্পনা করতো না। অন্যকে মারা মানেই তো নিজের বাঁচার ভিত্তিভূমিকে ক্ষয় করে ফেলা। ....মনে রাখতে হবে—যাঁরাই Advent (তথাগত), তাঁরাই bedewed with the attributes of Providence (বিধাতৃপুরুষের গুণে অভিষিক্ত), আর তাঁরাই Christ (খ্রীষ্ট)। Christ (খ্রীষ্ট) মানে anointed (অভিষিক্ত)।

আ. প্র. ৫/১৭.১১.১৯৪৩

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—যীশুখ্রীষ্টকে তো লোকের ভাল করতে গিয়ে নিজের প্রাণটাই হারাতে হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুও তাঁকে পরাস্ত বা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ও তিনি মানুষের মঙ্গল-প্রার্থনাই করে গেছেন। প্রাণ হারালেও তিনি তাঁর জীবনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হননি। এইখানেই তাঁর জয়। তবে তাঁর ভক্তরা যদি তেমন শক্ত-সমর্থ হতেন, পরাক্রমী হতেন, কুশল-কৌশলী হতেন, তাহ'লে হয়তো তাঁকে ও-ভাবে প্রাণ দিতে হতো না।

যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন যেন গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। এরপর আর কোন কথা হলো না।

আ. প্র. ৬/৮.৩.১৯৪৫

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন—বাইবেলের মত বইয়ের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে বলে যে western countries (পাশ্চাত্য দেশগুলি) কত উপকৃত হয়েছে, তার অবধি নেই। Missionary (ধর্মযাজক) -দের যদি convert (ধর্মান্তরিত) করার বুদ্ধি না থাকত, তাহলে আমাদের দেশের লোক Lord Christ (প্রভু যীশু) ও বাইবেলকে আরো অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারত। সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়ে নিজেও বাইবেল পড়বে এবং অন্যকেও পড়াবে। এ সব কথা লোকে যত জানে, ততই ভাল।

আ. প্র. ৬/৯.১২.১৯৪৫

কথাপ্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বাইবেলে আছে—স্বর্গরাজ্য তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে আছে। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে যে বুকের ভিতর টেনে রাখে এবং সমস্ত দিয়ে পূজো করে, স্বর্গ তো তার হৃদয়কন্দরে। আর স্বর্গ পাই কোথায়? আবার আছে—'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ'। ভক্তরা যেখানে অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের গুণগান করে, সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়। গীতায় আছে—

'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।'

(সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। প্রচেষ্টাশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও ক্বচিৎ কেউ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারে)। তত্ত্ব মানে আমি বলি তাহাত্ত্ব। ইংরাজীতে thatness বলতে যা বোঝা যায়, তাই।—এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

আ. প্র. ৬/২৬.১২.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশুখ্রীষ্টের কথা আছে; যে আমার জন্য যা করেছে, তার শতগুণ পেয়েছে। এই! বাইবেলখানা নিয়ে আয় তো!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে একজন তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন বাইবেল আনতে। বাইবেল আনতে দেরী হচ্ছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—'সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক।'

বাইবেল আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—বের করে দেখা তো!

বাইবেল থেকে পড়ে শোনান হলো—'Everyone who has left brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands or houses for my name's sake will get a hundred times as much and inherit life eternal. Many who are first shall be last, and many who are last shall be first.' St. Matthew, Chap-19, Verses 29-30. (যে-ই আমার নাম প্রচারের জন্য ভাই, ভগ্নী, পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, জমিজমা বা বাড়ীঘর ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। আজ যারা সমাজের শীর্ষে, তাদের অনেকে তলদেশে চলে যাবে, এবং আজ যারা নগণ্য, তাদের অনেকে শীর্ষস্থান অধিকার করবে)।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাওয়ার আশায় বা নামকামের আশায় যদি কেউ ছাড়ে, তাহলে কিন্তু প্রায়ই পায় না। ভালবাসার খাতিরে যে ছাড়ে, ছেড়েই যে সুখী, তার জন্য যে গর্ব্ব করে না, আপশোস করে না বা কষ্টবোধ করে না, পাওয়ার প্রত্যাশা বা লালসা যাকে আদৌ পীড়িত করে না—প্রকৃতিই কিন্তু তাকে পূরণ করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। আর এ খুব ঠিক—যে প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠ, সে যতই নগণ্য হোক, একদিন সে তার চরিত্রের গুণে মহৎ বলে পরিগণিত হবেই। কিন্তু ঐ মাল যার নেই, সে যতই হোমরা-চোমরা হোক, হাউইবাজীর মত আলোর জেল্লা নিয়ে ঠেলে উঠতে উঠতে পট করে কালো হয়ে যাবে।

আ. প্র. ৬/২৬.১২.১৯৪৫

কথাপ্রসঙ্গে মিঃ ম্যাথু যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যা ভাবতে ভাল লাগে তা ভাবুক, কিন্তু আমার মনে হয় যে যীশুর মা মেরী যখন অবিবাহিত ছিলেন তখন থেকে জোসেফের সঙ্গে ভালবাসা ছিল, যার ফল যীশু। উভয়ে উভয়কে পবিত্রভাবে ভালবাসতেন ভগবদ্বিশ্বাসী প্রাণে, আর পরিস্থিতির দুঃখদৈন্য নিরাকরণ-সম্বন্ধে উভয়ের মিলিত আগ্রহ সেই ভালবাসকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। পিতামাতার এই সাত্ত্বিক ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে রূপ ধরেছিল যীশুতে। অস্বাভাবিক ধারণার কোন কারণ নেই, তাতে খারাপ হয়।

ম্যাথু—কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাভাবিকভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হলে আমরা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ খুঁজে পাই এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারি প্রয়োজন-অনুপাতিক। নচেৎ আঁধারের ভিতর-দিয়ে পথ চলার মত হয়। এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে বেশী। ঋষিরা বাগ্‌দানকেই প্রকৃত বিবাহ বলেন। সেই বাগ্‌দান হবার পর মেরীর গর্ভসঞ্চার হয়েছিল হয়তো। আর ceremonial marriage (আনুষ্ঠানিক বিবাহ) হয়তো পরে হয়েছিল। এতে ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ অন্যায় কিছু হয়নি। কিন্তু সামাজিক প্রথার সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় পাছে এই নিয়ে কোন কথা ওঠে, কিংবা যীশুর স্বাভাবিক জন্ম দেখালে তাঁর ভগবত্বের কোন হানি হয়, এই ভেবে তাঁকে হয়তো অযোনি-সম্ভব বলে দেখান হয়েছে।

ম্যাথু—বাইবেলে কোথাও পাওয়া যায় কি যে বিয়ের পূর্ব্বে জোসেফ ও মেরীর মধ্যে পরিচয় ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা আমি জানি না কোথায় আছে, কিন্তু জোসেফ ও মেরীর মধ্যে আগে ভালবাসা না থাকলে জোসেফের যীশুর প্রতি অতো টান হতো না, jealousy (ঈর্ষা) হতো। Immaculate birth (অযোনি-সম্ভব)-এর কথা আমার মনে হয় interpolation (প্রক্ষিপ্ত)। আমাদের দেশেও অনুরূপ ধারণা আছে—যেন ভগবান মাতৃগর্ভে স্বাভাবিক মানুষের মত জন্মালে তিনি ছোট হয়ে যান, তাই অযোনি-সম্ভব ইত্যাদি বলে। ওরকম অজ্ঞতায় তাঁকে অনুসরণ করার পথে বাধা হয়। মানুষ ভাবে পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জাত মানবসন্তান নন তিনি, তিনি অন্য ধরণের কিছু, তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন দিক্ দিয়ে কোনরকম মিল নেই। তাই মানুষের পক্ষে তাঁকে অনুসরণ করাও সুদূরপরাহত। এমনতর ধারণাই অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাই শয়তান। তিনি যে মানুষ হয়ে মানুষের জন্যই আসেন, মানুষকে চলার পথ দেখাতে, এই কথাটাই আমরা বুঝি না।

ম্যাথু—ত্রিত্ববাদের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God the Father মানে সৃজনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ভগবান; God the Son মানে তাঁরই নর-বিগ্রহ যিনি, যেমন যীশুখ্রীষ্ট; God the Holy Ghost মানে আমাদের জীবাত্মা বা সুরত। আমাদের জীবাত্মা যখন মূর্ত্ত নারায়ণে যুক্ত হয়, তখনই আমরা পরমপিতাকে অনুভব করে ধন্য হই। পরমপিতা, পরমস্রষ্টা ও পরমপালয়িতার স্বরূপ অবতার-পুরুষের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে, তাই সত্তার যোগাবেগ নিয়ে তাঁতে অনুরক্ত হতে হয়। তিনি অর্থাৎ God the Son-ই পথ। তিনি অজানদিগকে জানায় পৌঁছে দেন। যেমন কেষ্টঠাকুর বলেছিলেন অর্জ্জুনকে—তোমারও অতীতে বহু জন্ম হয়েছে, আমারও অতীতে বহু জন্ম হয়েছে। তোমাতে আমাতে পার্থক্য এই—তুমি জান না, আমি জানি। এই জানামানুষ যিনি, তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে অনুসরণ করে সেই পরম জ্ঞেয়কে জানতে পারি আমরা।...

ম্যাথু—ভগবান এক না তিন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক ভগবানের তিনটি দিক্। তিনের conception (ধারণা) নানাভাবে আছে। যেমন বলে সত্ত্ব, রজঃ, তম—তিন গুণ। সত্ত্ব মানে অস্তিত্বের ভাব, রজঃ মানে রঞ্জিত হওয়ার ভাব, তার মধ্যে আছে libido-র active urge (সুরতের সক্রিয় আকূতি)। আর তম মানে ignorance (অজ্ঞতা),

complex (প্রবৃত্তি), desire (কামনা)। আমাদের তিনের conception (ধারণা) আসে conception of dimension (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার ধারণা) থেকে। একটা জিনিসকে আমরা তিনভাবে দেখি। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার ধারণা থেকে একটা জিনিসকে তিন দিক থেকে দেখলে আমাদের satisfaction (তৃপ্তি) হয়; আবার ৪, ৫, ৬ কিম্বা যত সংখ্যা বা সংখ্যাতীত যাই বল, সবই ভগবানের মধ্যে আছে। যেভাবে যেটাকে দেখলে complete (পুরো) হয়, সেইভাবে সেটাকে দেখতে হবে। আমরা বলি ভগবানের অনন্ত রূপ। গীতায় আছে, চতুর্ভুজ হয়ে দেখা দাও, তার মানে সীমায়িত হয়ে দেখা দাও।

আ. প্র. ৭/৮.২.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে মিঃ ম্যাথু জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যাথলিসিজিম্ এবং প্রোটেষ্ট্যানটিজম্-এর কোনটা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ভাল করে জানি না, কোনটাকে কী কয়? তবে যা শুনি তাতে ক্যাথলিকদের রকমটাই ভাল, অবশ্য বিকৃতি ঢুকলে সবই খারাপ হয়ে যায়। তা যাতে না ঢোকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ভাল। ধর্মযাজকরা বিয়ে করতে পারবে না, এ প্রথায় সব সময় সুফল ফলে না। আবার ক্যাথলিকদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি যে নিষ্ঠা আছে, তা কিন্তু ভালই। আচার, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য বাদ দিলে জাতটাকে পুষ্ট করে তোলার পক্ষে অসুবিধা হয়। .... মানুষের যার যে-রকম অভাব, সে সেই-রকম সম্বন্ধ বানাতে চায় ভগবানের সঙ্গে। কিন্তু Christ-ই (খ্রীষ্টই) এই সম্বন্ধের প্রতীক হওয়া ভাল, তা না হয়ে যদি আর কেউ প্রতীক হন, তার ভিতর-দিয়ে corruption (মালিন্য) আসার সম্ভাবনা থাকে। ইষ্টপ্রতীক তিনিই হতে পারেন যিনি চালিত হন by the Father, of the Father, and for the Father (পিতার দ্বারা, পিতার হয়ে এবং পিতার জন্য)।

আ. প্র ৭/৯.২.১৯৪৬

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারাদা ও ম্যাথুদার দিকে চেয়ে ললিতমধুর ভঙ্গীতে বলছেন—সেন্ট জন নাকি যীশুখ্রীষ্টের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, কিছু বলতো না। সবাই জিজ্ঞাসা করতো—অমন করে কী দেখ? সে বলতো—I see love, love, love (আমি দেখি ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমবিগলিত মুখচ্ছবি দেখে সকলেরই অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। স্পেন্সারদা ও ম্যাথুদা মুগ্ধবিস্ময়ে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে।

আ. প্র. ৭/১১.২.১৯৪৬

ধর্ম্মান্তরিতকরণ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—ধর্ম্ম চিরদিনই এক। আর তা আচরণের বস্তু। ধর্ম্মের কখনও ভেদ হয় না। ধর্ম্ম কখনও পিতৃপুরুষ বা মানুষের অতীত সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে অস্বীকার করতে শেখায় না। তা যদি করে, তবে তা ধর্ম্ম নয়। তাতে মানুষের মন্দ ছাড়া ভাল হয় না। এককথায় conversion is no verse of religion (ধর্ম্মান্তরিতকরণ ধর্ম্মের কোন কথা নয়)।

স্পেন্সারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—একথা ঠিক নয়? বাইবেল কী বলে?

স্পেন্সারদা—ঠিক আছে। বাইবেলেও এর সমর্থন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বের করে দেখাও তো!

স্পেন্সারদা—ঠিক আপনার কথা না হলেও ঐ ধরনের সুর আছে। খুঁজে বের করতে একটু দেরী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জোর দিয়ে বললেন—এখনই বের করে ফেল। যখনকারটা তখন করে ফেলা ভাল।

স্পেন্সারদা ঘরে ঢুকে বাইবেলটা দেখতে লাগলেন। পরে বাইরে এসে পড়ে শোনালেন—

Woe to you, you impious scribes and pharisees ! You traverse sea and land to make a single proselyte and when you succeed you make him a son of Gehina, twice as bad as yourselves. St. Mathew, 23 ; 15. (হায়! অধার্মিক ইহুদি ধর্ম্মব্যাখ্যাতাগণ! তোমরা একজনকে সধর্ম্ম ত্যাগ করাবার জন্য জল-স্থল পরিভ্রমণ কর, এবং যখন তাতে কৃতকার্য্য হও, তোমরা তাকে একটি নরকনন্দন করে তোল, যে কিনা তোমাদের চাইতে দ্বিগুণ খারাপ হয়ে ওঠে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝে নাও! এমন কথাই বরাবর চলে আসছে। আর, আমরা এর বিরুদ্ধ আচরণ করছি। .....কিন্তু পরিপূরণী দীক্ষা জিনিসটা আলাদা, তাতে গুরু ত্যাগ হয় না, বংশ ত্যাগ হয় না, কৃষ্টি ত্যাগ হয় না, বরং প্রত্যেকটাই স্ফুরণদীপনা লাভ করে। আমার কথা এই যে পূর্ব্বতন একজনকে না মানলেও মহা ক্ষতি। বর্ত্তমান পূরকপুরুষ সম্বন্ধে বলেছে—সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষ তাঁর মধ্যে alive (জীয়ন্ত)। তাঁর কাছে conversion (ধর্ম্মান্তরকরণ) নেই, আছে adherence (নিষ্ঠা)। Convert (ধর্ম্মান্তর) করা মানে betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা) শেখান। ওটা ধর্ম্মরাজ্যের কথা নয়। আমার কাছে কোন খ্রীষ্টান আসলে তাকে বলি—Be more deeply Christian (আরো গভীরভাবে খ্রীষ্টান হও), কোন মুসলমান আসলে তাকে বলি—Be more deeply Muslim (আরো গভীরভাবে মুসলমান হও)। আমাদের শাস্ত্র বলে—যে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দলিল মানে না, গুরু মানে না, তাকে কখনও গুরু বলে গ্রহণ করবে না, কারণ সে complex-এর (প্রবৃত্তির) দাস হবেই।

এরপর স্পেন্সারদা পরিপূরণী দীক্ষার সমর্থনে বাইবেল থেকে পড়ে শোনালেন—

Every scribe, who has become a disciple of the realm of heaven is like a house-holder, who produces what is new and what is old from his stores. St. Mathew. 14 ; 51.

(স্বর্গীয় জীবনবাদে দীক্ষিত প্রতিটি ইহুদি ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই গৃহীর সমতুল্য যে কিনা তার ভাণ্ডার থেকে প্রাচীন ও নবীন যা-কিছু বের করে দিতে পারে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখটা উঁচুর দিকে তুলে খুশী ভরা মুখখানা দীর্ঘতর করে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে টেনে টেনে বললেন—খু—ব ভাল ক—থা।

আ প্র. ৭/১২.৪.১৯৪৬

প্রসঙ্গক্রমে সেন্ট পল ও স্বামী বিবেকানন্দের ইষ্ট-কর্ম্মোন্মাদনা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

স্পেন্সারদা বললেন—তাঁদের উপর ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

স্পেন্সারদার মুখ দিয়ে কথাটা বেরুতে না বেরুতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

Adherence that thrives one into earnest responsive fulfilling mission for the Ideal is special favour (যে-নিষ্ঠা মানুষকে আগ্রহদীপ্ত ইষ্টার্থপূরণী কর্ম্মসাধনায় নন্দিত করে তোলে, তাই-ই বিশেষ অনুগ্রহ)। এ ছাড়া special favour (বিশেষ অনুগ্রহ) বলে কিছু নেই। আলো বা উত্তাপের কাছে এসে যে যেমন গরম হয়, সেটা তার speciality (বৈশিষ্ট্য)। আলো বা উত্তাপের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সে একইভাবে তাপ বিকিরণ করে। যে যেমন পারে সে তেমন নেয়। Mercy (ভগবদ্‌নুগ্রহ)-ও তেমনি ever blissful to all (সবার প্রতি সদানন্দ), যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি আহরণ করে।

আ. প্র. ৭/৩.৫.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'এক ভক্তির্বিশিষ্যতে'—এর থেকে চ্যুত হলেই তোমার জীবনের বিশুদ্ধি ব্যাহত হলো, তোমার চারিত্রিক জলুস ও কৌলিন্য নষ্ট হয়ে গেল, তোমার ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে পড়লো। চাই unit-centric love (এককেন্দ্রিক টান)—only love for the Ideal (একমাত্র আদর্শের জন্য নির্দ্বৈধ অখন্ড অনুরাগ)। আজ এর উপর, কাল ওর উপর এমনতর বহু-নৈষ্ঠিক রকম নয়। আদর্শকে নিয়ে অপোষরফাহীন চলনে চলতে গেলে পারিপার্শ্বিকের থেকে অনেক রকম সংঘাত আসতে পারে, কিন্তু তা বলে ওখানে গোঁজামিল দিলে চলবে না। সেইজন্য ভগবান যীশু বলেছেন—'আমি শান্তি দিতে আসিনি, আমি অটুট নিষ্ঠার তরবারি নিয়ে এসেছি। আমি পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি তাদের অখণ্ড নিষ্ঠাকে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছি।' তাঁর কথার মর্ম্ম এই যে, আদর্শ ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোন জাগতিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিলে, পরমপিতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে। আর তাতে মহতী বিনষ্টি। ওর চাইতে আপাত-বিরোধের ভিতর দিয়েও যদি আমাদের স্নেহ-মমতা আদর্শানুগ সঙ্গতি লাভ করে, তার মূল্য ঢের বেশী। কারণ, অমনতর স্নেহ-মমতাই আমাদের অস্তিত্বের পরিপোষণী। তাই, ইষ্টের পথে অটুটভাবে চলতে প্রথমটা যে অনিবার্য্য দুঃখের আবির্ভাব হয়, তাকে এড়িয়ে চলতে গেলে হবে না। ঐ দুঃখের নদী অতিক্রম করেই শান্তি ও মহৎ-প্রাপ্তির রাজ্যে পৌঁছাতে হয়। যীশু পিটারকে বড় চমৎকারভাবে বলেছেন—তুমি আমার জন্য কিছু করেছ কিনা, আমার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেছ

কিনা; তার পরখ হলো এই যে, তুমি আমার জন্য যা করেছ বা আমাকে যা দিয়েছ তার শতগুণ পেয়েছ কিনা। কারণ, persecution (নির্যাতন) ও perseverance (অধ্যবসায়)-এর ভিতর-দিয়ে কেউ যদি ইষ্টকে ঠিক-ঠিক অনুসরণ করে চলে, তবে field (ক্ষেত্র) সে gain (জয়) করবেই এবং তার mastery (আধিপত্য) আসবেই automatically (আপনা থেকে)। এই পরিণতি দেখেই বোঝা যাবে, কার চলনা কতখানি অভ্রান্ত পথে চলেছে। এ পাওয়া ফাঁকি-ফুঁকির ব্যাপার নয়। চরিত্রই এমন হয়ে ওঠে যে, না চাইলেও পাওয়া ঘটে। লোভের তাগিদে যারা ইষ্টকে ধরে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ধার যারা ধারে না, তাদের কিন্তু কিছুই লাভ হয় না।

আ. প্র. ৮/১৯.৫.১৯৪৬

আমেরিকান ভক্ত মিঃ ফেন জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের পরিচয় আমরা পাই কিসের ভিতর দিয়ে? তাঁর কোন্ ছবি এঁকে রাখব আমার মনের পটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে mercy (করুণা) সেখানেই তিনি। Living mercy-র (জীবন্ত করুণার) দিকে যত এগোই, ততই শান্তি, শক্তি ও মঙ্গলের হাওয়া অনুভব করতে পারি। God is all-merciful, God is all-good (ভগবান করুণাময়, ভগবান মঙ্গলময়)। যখন প্রতি পদক্ষেপে মঙ্গলের পথে চলি, দয়াবৃত্তির অনুপ্রেরণায় সবার পালন, পোষণ ও রক্ষণে যত্নবান হই, তখনই বলা যায় ভগবৎ-পথে চলছি আমরা।

মিঃ ফেন—তাঁর দয়া কি সব সময় সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনটাই তো তাঁর দয়ার অবদান। তাঁর দয়ার উপরেই তো দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য্যের দয়া যেমন হলো সূর্য্যকিরণ, পরমপিতার দয়া তেমনি beam of life (জীবনের কিরণ), beam of vigour (তেজোজ্যোতিঃ), beam of power (শক্তির জ্যোতিঃ), যা আমাদের সঞ্জীবিত করে রেখেছে। দয়া করে তিনি যা দিয়েছেন, তার সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার যত করা যায়, ততই তাঁর দয়া উপলব্ধির মধ্যে আসে। তাঁর দয়া আমাদের ঘিরে আছে, কখনও ছাড়ে না। তবে করার ভিতর দিয়ে আমরা ভালমন্দ যা অর্জ্জন করি, সেই অর্জ্জিত অধিকার ভোগের থেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত করেন না, যদি কিনা আমরা সক্রিয়ভাবে সেই অধিকার নষ্ট না করি। ভগবানের দয়া এই যে, মানুষ তার করার ভিতর দিয়ে যত দুঃখই আহরণ করুক, আন্তরিকভাবে আর্ত্ত হয়ে তার

থেকে ত্রাণ চাইলে, তা সে পেতে পারে, যদি সে তা পাওয়ার জন্য যা যা করণীয় তা করতে রাজী থাকে। মানুষ যতই খতমের পথে চলুক, ভগবান তার জীবনসম্বেগরূপে সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন, যাতে টিকে থাকতে পারে। এই দয়াশক্তির কাজ চলছে অবিরাম। আবার, জীবকল্যাণের জন্য তিনি যে আসেন, সেই-ই তাঁর পরম দয়া। ভগবান যীশু যদি না আসতেন, তাহলে পৃথিবীটা কতখানি দরিদ্র হয়ে থাকত তা ভেবে দেখেছ?

যীশুখ্রীষ্টের কথা বলতে গিয়ে আবেগে তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, গলাটা ধরে আসলো। তাঁর আকুলতা লহমায় প্রতিটি অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

আ. প্র. ৮/২৫.৫.১৯৪৬

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে এসে বসেছেন। কিছু সময় চুপচাপ কাটানোর পর হঠাৎ বললেন, লিখবি নাকি?

পরক্ষণেই বললেন—

সকল মতের একটিই পথ
শুধু রকম ফের,
রং-রকমের তালবেতালে
চলছে কালের জের।

....স্বগতভাবে বলছেন ঠাকুর—যত রকমারিই থাক, মানুষের চিরদিনের চাহিদা হলো সত্তা-সম্বর্দ্ধনা। সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথই একমাত্র পথ। হাজারো মতের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে মানুষের খেই হারিয়ে যায়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন পরমপিতার দূত এসে বলেন—'I am the way, the truth, the goal, none can come to the Father but by me' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই গন্তব্য, আমার মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউ পরমপিতাকে পায় না)। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' দুনিয়ার রং-চং-চটকে মানুষ মোহিত হয়ে যায়, বিরাট সত্তাটা ছোট হয়ে থাকে। এই আত্মখর্ব্বীকরণ ছুটে যায় মানুষ যখন নরদেহী নারায়ণকে পায়। মায়া মানে তাই যা মানুষকে সীমিত করে রাখে, খাটো করে রাখে। বড় হওয়ার একমাত্র পথ হলো—ইষ্টের interest (স্বার্থ) -এর সঙ্গে actively identified (সক্রিয়ভাবে একীভূত) হওয়া। ওতে স্বার্থপর

অভিভূতি ও পরিকল্পনা, যা কিনা মানুষকে ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন করে রাখে, তা খসে পড়ে।

আ. প্র. ৮/৩০.৫.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—'দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।' ভিতরের গলদ না সেরে বড়-বড় কথা বললে কিছু হবে না। যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন, তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, প্রতিদানে মানুষ তাঁকে মেরে ফেলল treacherously (বিশ্বাসঘাতকতা করে)। তবু শিষ্য-সামন্তরা চারদিকে গেল তাঁর বার্ত্তা বহন করে, তাঁর বাণী নিরুদ্ধ হলো না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৃদ্ধির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাণপাত করলেন। অথচ ব্রাহ্মণকুলতিলক দ্রোণাচার্য্যই তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন। ভীষ্ম অন্নের কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে কৌরবপক্ষে গেলেন। কিন্তু যে-অন্ন তিনি খেয়েছিলেন সে-অন্নের অর্দ্ধেক মালিক পান্ডবরা। যা হোক, ধর্ম্ম কোথায়, ন্যায় কোথায়, লোকহিত কোথায়, কৌরবপক্ষ তা না বোঝার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠলো। এত সব বিপর্য্যয় সত্ত্বেও কেষ্টঠাকুর ঘরে-ঘরে ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক পাঠিয়ে লোকের মনন ও চলনের ধারা দিলেন বদলে। করলেন ধর্ম্মের সংস্থাপনা। বুদ্ধদেব আসবার পর বৌদ্ধভিক্ষুরা দেশ ছেয়ে ফেললো, যার পরিণাম অশোক। অশোকের ভুলত্রুটি যাই থাক, শোনা যায়, অমনতর সম্রাট ও অমনতর সাম্রাজ্য নাকি কমই হয়েছে। রসুল আসার পর ইসলামের যাজনের ঢেউ কী রকম উঠেছিল তা কারও অজানা নয়। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সবাই তাদের যাজনের রেশটা কম-বেশী ধরে রেখেছে। প্রচারক আছে, প্রচেষ্টা আছে। অবশ্য, আচরণহীন প্রচারণায় যতটুকু হ'তে পারে ততটুকুই হচ্ছে। তবু মানুষের কানের ভিতর কথাগুলি ঢুকছে। কিন্তু আমাদের ঘরে-ঘরে হানা দেওয়ার কেউ নেই। তারা কেউ জুটলো না। অথচ হুজুগ করার এত লোক জুটছে। হুজুগ করে দল বেঁধে জেলে গেলে তাতে মানুষ কতখানি গড়ে উঠবে তা বুঝতে পারি না।

আ. প্র. ৮/২৬.৬.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'যীশুকে crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হতে দিয়ে আমরা যে অপরাধ করেছি তার তুলনা হয় না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত

যতদিন না করব, ততদিন শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাব না। তিনি মানুষকে বাঁচাতে পারতেন, তাই মানুষের উচিত ছিল তাঁকে বাঁচান। তিনি অন্যের জন্য সব করতে রাজী, কিন্তু নিজের জন্য কিছু করতে নারাজ। ...যীশুখ্রীষ্ট যখন চলে গেলেন—মেরী ম্যাগডেলিনি পাগলের মত হয়ে গেল। পাতায়-পাতায়, লতায়-লতায়, পাথর ও মাটির বুকে তাঁকে খুঁজতে লাগল। তাঁর কথা কইতে লাগল। কত মানুষ তার উচ্ছ্বাসিত আকুলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সে কারও পানে তাকায় না। নিজের agony (তীব্র বেদনা) নিয়ে পড়ে রইলো। শিষ্যরা যখন দেখল, যীশুর কথা লোকে শুনতে চায়, তখন তারা নোট বই, রুমাল ইত্যাদি নিয়ে বের হলো। যীশু-সম্বন্ধে প্রথম যে মানুষের মনে আগুন ধরিয়েছিল সে কিন্তু ঐ মেরী ম্যাগডেলিনি।

আ. প্র. ৮/১৮.৭.১৯৪৬

অহিংসা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

একজন বললেন—যীশুখ্রীষ্ট তো অহিংস ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও দেখতে পাই—মন্দিরের চত্বরে ঢুকে দোকান-পাট বসিয়ে ব্যবসাদাররা মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছে দেখে দোকানগুলি ওলট-পালট করে দিয়ে তিনি কেমন ভীম-বিক্রমে চাবুক নিয়ে তাড়া করলেন তাদের। এটা করলেন পরমপিতার স্বার্থে। কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হয়েও তিনি নিজেকে defend (রক্ষা) করতে চেষ্টা করেননি। তাঁকে যারা ভালবাসত তাদের তা করা উচিত ছিল। তিনি পরমপিতার জন্য যে attitude (মনোভাব) নিয়েছিলেন, তাদের তাই করা উচিত ছিল।

আ. প্র. ৯/২৭.১২.১৯৪৬

যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব প্রমুখ মহাপুরুষগণের প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এঁরা ভালবাসা দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করেন জীবনের পথে, অমৃতের পথে, অভ্যুদয়ের পথে। এঁরাই দিয়ে যান জীবনবৃদ্ধির নীতি, যার অনুসরণে মানুষের জীবন হয় স্বার্থক। এঁরাই হলেন law-giver (বিধি-প্রবক্তা)।

প্রশ্ন—জীবনের নীতিবিধি তাঁরা যতই ব'লে যান না কেন, মানুষ যদি তা না মানে, তাহলে লাভ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য first and foremost thing is unrepelling

adherence to the principle (প্রথম ও প্রধান জিনিস হলো আদর্শে অচ্যুত অনুরাগ)। তা গেলে সব নষ্ট হয়ে গেল। Then devil is the law-giver (তখন শয়তানই বিধি-প্রবক্তা)।

আ. প্র. ৯/২৭.১২.১৯৪৬

একজন আমেরিকান ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—ঈশ্বর কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রেম-স্বরূপ, দয়া-স্বরূপ, সৎ-স্বরূপ। তাঁর অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়েই যা-কিছু অস্তিত্ববান। তিনি আছেন বলেই যা-কিছু আছে। তিনিই ধরে আছেন, রক্ষা করছেন, পালন করছেন—অন্তর-বাহিরের শক্তিরূপে, তাই সৃষ্টি টিকে আছে।

প্রশ্ন—তাঁকে জানা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে জানলেই তাঁকে জানা হয়।

প্রশ্ন—বিশ্বাস হয় কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস করলেই বিশ্বাস হয়। পরমপিতা এটা দিয়েই রেখেছেন। যীশুকে ভালবাস, তার ভিতর-দিয়েই তাঁর উপর বিশ্বাস আসবে। ভালবাসলে যা করে, অন্ততঃ নাটকীয় ভঙ্গীতেও তা করতে থাক, সব এসে যাবে।

প্রশ্ন—এটা কি কপটতা নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কপটতা হয় যদি উদ্দেশ্য ও করা দ্বিমুখী হয়। ভালবাসার আগ্রহ যদি থাকে এবং সেই আগ্রহকে পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তুমি যদি যা করণীয়, তা করতে থাক, তাহলে কপটতা হবে কেন? .....

আ. প্র. ৯/২৯.৫.১৯৪৭

কথাপ্রসঙ্গে হাউজারম্যানদার মা একজনকে দেখিয়ে বসলেন—উনি যীশুখ্রীষ্টকে একজন যোদ্ধার মত ভাবতে ভালবাসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তিনি যদি যোদ্ধা হন, তাঁর অস্ত্র হলো ভালবাসা।

মা—তিনি কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আঘাত দিয়েছেন অন্যায়কে, অসৎ ও শাতনী-প্রবৃত্তিকে, যাতে তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষ আনন্দে বাঁচতে পারে। প্রবৃত্তির উপর mastery (আধিপত্য) থাকলে, প্রবৃত্তি খারাপ কিছু নয়, কিন্তু তার দ্বারা obsessed (অভিভূত) হলে, সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আ. প্র. ৯/৮.৭.১৯৪৭

হাউজারম্যানদার মা জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানকে ভালবাসা ও উপাসনা করার সহজ পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি Christ-কে (যীশুখ্রীষ্টকে) ভালবাসি ও তাঁকে অনুসরণ করে চলি, তাহলেই ভগবানকে ভালবাসা ও উপাসনা করা হয়। তাঁকে বা তাঁর মত যাঁরা, তাঁদের কাউকে যে ধরে না, ভালবাসে না, সে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

আ. প্র. ৯/১৯.৭.১৯৪৭

বহিরাগত দর্শনার্থী মিঃ এ্যান্থনি এলেঞ্জি মিট্টাম বললেন—অদ্বৈততত্ত্বে আছে— 'অহং ব্রহ্মাস্মি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—শঙ্করাচার্য্যের সব কথাই আমরা নিই কিন্তু তিনি যে বলে গেছেন 'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ'—তা আমরা নিই না। মূলে ঐ গুরুকে নিয়ে নেতি-নেতি বিচারের পথ জ্ঞানের পথ।

আবার আছে ভক্তিমার্গ—ভালবেসে ইষ্টকে অনুসরণ করা, ভজনা করা অর্থাৎ সেবা করা, প্রীতিজনক কর্ম্ম করা, তাঁর গুণ-কীর্ত্তন করা, তাঁকে সবার মধ্যে সঞ্চারিত করা, তাঁর স্মরণ-মনন করা, নিজের চরিত্রকে তাঁর নীতি-অনুযায়ী, দৃষ্টান্ত-অনুযায়ী গঠিত করা ইত্যাদি। এমনি করেই মানুষ তদ্‌গতচিত্ত হয়, তাঁকে পায়। যীশু বলেছেন—'আমি পথ'। এ-কথার মানে আমি বুঝি, তিনি যা জানেন তা আমাকে পেতে হলে তাঁর জানার পথে চলতে হবে। এবং তাঁর উপর প্রীতি যত থাকবে, আমার চলা ও বোধটাও হবে তত perfect (সুষ্ঠু)। Unrepelling attachment-কে (অচ্যুত ও অনুরাগকে) বলে ভক্তি। স্বার্থপ্রত্যাশা ও কাম-কামনা পূরণের ধান্ধা থাকলে unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ) হয় না। একটা প্রবৃত্তিও যদি ইষ্ট-সংন্যস্ত না হওয়ার দরুণ unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) থাকে, তবে তাই-ই মানুষকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই একমাত্র তাঁকেই চাইতে হয় এবং তা তাঁরই জন্য, অন্য কোন জন্য নয়। তাঁকে খুশী করাই হবে আমার একমাত্র ও চরম চাহিদা। এমনটা হলে কিছুই আমাকে আর টলাতে পারবে না।.....

আচ্ছা! যীশুর শিষ্যরা যখন বলেছিলেন—'আমরা ভগবান কে দেখলাম না' তখন যীশু কি বলেছিলেন তো?

এলেঞ্জি মিট্টাম—তিনি বললেন—এ-কেমন কথা যে তোমরা আমাকে দেখেছ অথচ পরমপিতাকে দেখনি। যে আমাকে দেখেছে সে আমার পিতাকেও দেখেছে—যাঁর কাছ থেকে আমি এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য সদ্‌গুরুতে প্রবল, সক্রিয় টান হলে, নেশা হলে, আর কোন ভাবনা নেই, সে জায়গামত পৌঁছে যাবেই। গুরু ছাড়া ভগবান পাওয়া mathematically (গাণিতিকভাবে) tenable (সমর্থনীয়) হতে পারে—যেমন infinity (অসম্ভবত্ব) দিয়ে অঙ্ক কষা,—reason (যুক্তি) দিয়ে তা বোঝানও যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবতঃ তা অতি কষ্টকর। 'ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম'। বেশী কষ্টকর বলে বলেছেন কিন্তু বাস্তবে প্রায় অসম্ভব।

হাউসারম্যানদার মা—বাইবেলে আছে, যদি কেউ ভগবানকে সত্যি করে চায় ও খোঁজে তাহলে সে তাঁকে পাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যেই সব কথা আছে।

আ. প্র. ৯/১৯.৭.১৯৪৭

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—গুরু ছাড়া কি ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশু বলেছেন—None can come to the Father but by me (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না)। স্পষ্ট কথা। No compromise (কোন আপোষরফা নয়)। সব সময় complex (প্রবৃত্তি) নিয়ে আছি হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। হাত-পা যার খোলা বাইরের এমনতর কারও সাহায্য ছাড়া আমি নিজেকে নিজে খুলি কী করে? তবে, সাহায্যকারী পেলাম, অথচ বাঁধন খুলতে চাইলাম না, খোলার সময় ব্যথা লাগে বলে যে খুলতে আসলো তাকেই কামড়ে দিলাম, তাতেও কিন্তু বাঁধন খোলার অন্তরায় হবে। সেইজন্য গুরু পেলাম, শুধু তাতেই হবে না। তাঁকে ভালবেসে তাঁর অনুশাসন মাথা পেতে নিতে হবে। Unrepelling way-তে (অচ্যুতভাবে) তাঁকে follow (অনুসরণ) করতে হবে, তবেই কাজ হাসিল হবে। যে জানে তাকে ছাড়া জানায় পৌঁছান কঠিন। আমি বলছি কঠিন, Christ (খ্রীষ্ট) বলেছেন অসম্ভব। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।'

জ্ঞানী বহু জন্মের সাধনফলে শেষ জন্মে 'সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেবই' এরূপ জেনে আমাকে প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ।

আ. প্র. ৯/২১.৭.১৯৪৭

প্রসঙ্গক্রমে মিঃ এলেঞ্জি মিট্রাম বললেন—মৃত্যুর পূর্ব্বে যীশুখ্রীষ্ট যখন শিষ্যদের সঙ্গে শেষবারের মত একসঙ্গে খেলেন, তখন তিনি সেবকের মত শিষ্যদের পা ধুইয়ে-মুছিয়ে পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি দেখালেন মানুষকে কতখানি ভালবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, সেবা করতে হয়। দেখালেন এইজন্য, যাতে শিষ্যরাও অপরের জন্য অমনতর করে। গুরুর বাণী যারা পরিবেষণ করবে তাদের একাধারে যেমন চাই অস্খলিত গুরুনিষ্ঠা, গুরুসেবা, তেমনি চাই গুরুগতপ্রাণ হয়ে প্রত্যেককে সেবা করার বুদ্ধি। এই সেবার ভিতর-দিয়েই মানুষ আপন হয়। মানুষকে আপন করতে হয় নিজের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়, গুরুর স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য। ক্রাইষ্ট দেখিয়েছেন—কেমন করে চলতে হয়। তাই He is the way (তিনিই চলার পথ)। আবার তিনিই সত্য, তিনিই গন্তব্য।

এলেঞ্জি মিট্রাম—ক্রাইষ্ট চরম ত্যাগ ও নির্ভরতার কথা বলেছেন। তিনি শিষ্যদের বলেছেন—পাখীদের বাসা আছে, শেয়ালের গর্ত আছে, কিন্তু তোমাদের মাথা গোঁজবার স্থান থাকবে না, কোন কিছুরই সংস্থান থাকবে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে নিঃস্ব ও চাহিদাশূন্য হয়ে তোমরা শুধু মানুষের মঙ্গল করে চলবে, নিজেদের জন্য কোন ভাবনা রাখবে না। ঈশ্বরের দয়ায় যখন যেমন জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে উদ্বেল হয়ে বললেন—সুন্দর! অতি সুন্দর! মানুষ যখন সত্যই Ideal কে (আদর্শকে) ভালবাসতে শেখে, তখন তাকে fulfil (পরিপূরণ) করতে গিয়ে যত suffering-ই (দুর্ভোগই) আসুক না কেন, তাতে সে কোন কষ্ট বোধ করে না। সেইটেই তার কাছে আনন্দের মনে হয়।

এলেঞ্জি মিট্রাম—Ideal (আদর্শ) যদি অসম্ভব কিছু করতে বলেন আমাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরও beautiful (সুন্দর) হয়। যাঁকে ভালবাসি, তিনি যদি বলেন—আমাকে আকাশের চাঁদখানা এনে দাও—মনে হবে how to achieve (কেমন করে করা যায়), মনে হবে না impossible (অসম্ভব)। ভালবাসার টানেই মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে।.....

এলেঞ্জি মিট্রাম ক্রাইষ্টের অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির বিষয়ে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললেন—তাঁর প্রত্যেকটি কথা, রকম-সকম এত সুন্দর বলে শেষ করা যায় না। তাঁর কথা ভাবতেই আমার গায়ের লোম

খাড়া হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, তাঁর মাতৃভক্তিই sublimated (ভূমায়িত) হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল সারা জগতে। তাঁর ভগবদ্ভক্তির মূলেও ঐ মাতৃভক্তি।

আ. প্র. ৯/২১.৭.১৯৪৭

এলেক্সি মিট্রাম প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—হিন্দুদের অনেক মন্দিরের মধ্যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের ঢোকা নিষেধ। এমনতর ব্যবস্থা থাকা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হলে বলতাম—যারা সদাচারী নয়, তাদের ঢোকা নিষেধ।

একজন সত্যিকার হিন্দু, একজন সত্যিকার মুসলমান, একজন সত্যিকার খ্রীষ্টান— পরমপিতার চোখে এরা সবাই সমান। এদের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নেই। এদের প্রত্যেককেই দেখা যাবে ভগবদ্ভক্ত, নীতিপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান, সহনশীল ও মানুষের প্রতি প্রীতি ও সেবামুখর। প্রকৃত ধার্ম্মিক যারা তারাই সমাজের গৌরব।

আমাকে যদি কেউ ভালবাসে অথচ আমার পিতাকে ভাল না বাসে সে আমাকে ভালবাসে না। ধরেন, আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, গৌরাঙ্গদেব, রামকৃষ্ণদেব—সবাইকে ভালবাসি, আপনি আমাকে ভালবাসেন, অথচ এঁদের ভালবাসেন না। এমনতর যদি হয়, তার মানে আপনি আমাকেও ভালবাসেন না। এঁদের কাউকে আপনার পছন্দ হয়, কাউকে আপনার পছন্দ হয় না। তার মানে, আমাকে যে পছন্দ করেন আপনি তার ভিতরও খাঁকতি আছে। কোন একজন অবতারপুরুষ বা প্রেরিতপুরুষের প্রতি ভালবাসা হলে সেই ঠেলায় সবার প্রতিই ভালবাসা গজাতে বাধ্য। কারণ তাঁরা এক।

এলেক্সি মিট্রাম—যে ক্রাইষ্টকে ভালবাসে বলে, অথচ তাঁর পথে চলে না, সে তাঁকে ভালবাসে না। যে তাঁর পথে চলে, সে প্রকৃত ভালবাসে। তার জীবনসৌধ প্রতিষ্ঠিত হয় পাথরের মত শক্ত ভিতের উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে তাঁকে ভালবাসে বলে, কিন্তু তিনি যা ভালবাসেন তা করে না, তাঁর পথে চলে না, চলে আপন খেয়ালমত, সেও প্রাসাদ তৈরী করে, কিন্তু সে প্রাসাদ তৈরী হয়, বালির পাহাড়ের উপর। তার সমস্ত প্রচেষ্টাই নিরর্থক ও দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে। যে তাঁকে ভালবেসে যত কষ্টই হোক তাঁর পথে চলে, সে পাথরের পাহাড়ের উপর প্রাসাদ তৈরী করে। তার সব শ্রমই সার্থক হয়।

তাঁর পথে চলতে নিজ খেয়াল ত্যাগ করতে হয়। এতে কষ্ট আছে। কিন্তু এই কষ্টকে যে সুখের করে নেয়, সেই প্রকৃত সুখী হয়।......

আ. প্র. ৯/২১.৭.১৯৪৭

প্রসঙ্গক্রমে একজন বললেন— তাহলে গুরুর কাছে unconditional surrender-ই (নিঃসর্ত্ত আত্মসমর্পণই) দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—ক্রাইষ্টের সম্বন্ধে কি বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি জন দি ব্যাপটিষ্টকে গুরুর মতন মানতেন। অবশ্য জন দি ব্যাপটিষ্টও তাঁকে গুরুর মতন মানতেন। অবতার বা প্রেরিতপুরুষরা হলেন পরমধাম থেকে আগত মানুষ। প্রেম ও জ্ঞানের সংস্কার নিয়েই তাঁরা আসেন। তবু মানুষ হিসাবে তাঁদেরও একটা বাস্তব অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। শূন্যের উপর দাঁড়াতে পারে না কিছু। হজরত রসুলের অমন কেউ ছিলেন কিনা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে আমার মনে হয় জেব্রাইল ফেরেস্তারই একটা বাস্তবতা আছে।

আ. প্র. ৯/২১.৭.১৯৪৭

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—আপনি তো বলেন, কোন একজন প্রেরিতকে ভালবাসলে ও বুঝলে অন্যান্য প্রেরিতপুরুষদের সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা ও বুঝ ফুটে ওঠে। কিন্তু ধরুন, আমি খ্রীষ্টান পরিবারে মানুষ, আমার জ্ঞান আছে একমাত্র বাইবেল সম্বন্ধে। সে-ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের সত্যকে আমি তো হৃদয়ঙ্গম করবো বাইবেলের আলোকে। অন্যান্য প্রেরিত বা তাঁদের উপদেশকে আমি ততটুকুই গ্রহণ করবো যতটুকু ভগবান যীশু ও তার বাণীর সঙ্গে মেলে, আর যা-কিছু বাদ দেব। তাই, আমার ভিতর দিয়ে শেষ-পর্য্যন্ত একমাত্র ভগবান যীশু ছাড়া আর কোন মহাপুরুষ পরিবেশিত হবেন না। লোকে তাঁদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধেও জানতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান যীশুকে যদি normally (সহজভাবে) ভালবাসি, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রতি আমার ovation ও appreciation (সম্মাননা ও গুণগ্রহণমুখরতা) spontaneous (স্বতঃ) হয়ে উঠবে। সেইটে হলো যীশুকে ভালবাসার test (পরখ)। হিন্দুদের মতে প্রত্যেক পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী

প্রত্যেকে জাগ্রত থাকেন। Right attitude (ঠিক মনোভাব) থাকলে, right beginning (ঠিক আরম্ভ) হলে আমার দ্বারা কারও ক্ষতি হবে না। আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় থাকলেও মূল conception (ধারণা) ঠিক থাকলে পরস্পর interested (স্বার্থান্বিত) হয়ে ঐক্যবদ্ধ হবেই। পরস্পর-পরস্পরকে enrich (সমৃদ্ধ) করবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচাবাড়ার মূলনীতি সর্ব্বত্রই এক। দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বাহ্যতঃ যে পার্থক্য দেখা যায়, তারও লক্ষ্য বাঁচাবাড়া। বাঁচাবাড়া যার যেমন করে অব্যাহত থাকে, তার পক্ষে তাই করণীয়। আর, বাঁচাবাড়া জিনিসটা inter fulfilling (পরস্পর পরিপূরক)। একজনের বাঁচাবাড়ার সঙ্গে অপরের বাঁচাবাড়ার কোন বিরোধ নেই। বরং একজন যদি প্রকৃত বাঁচাবাড়ার পথে চলে, তার দ্বারা অপর সবার বাঁচাবাড়ার interest (স্বার্থ) পুষ্টই হয়।

আ. প্র. ৯/২৩.৮.১৯৪৭

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাইবেল আর বৈষ্ণবদর্শনে কোন পার্থক্য নেই।

এরপরে মেরি ম্যাগডিলিনির প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশুখ্রীষ্টের ভক্তদের মধ্যে মেরি ম্যাগডিলিনির সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। She loved Lord for His own sake (সে প্রভুকে তাঁর জন্যই ভালবাসত)। তার মত unexpectant, selfless love (প্রত্যাশাশূন্য, নিঃস্বার্থ ভালবাসা) আর কারও ছিল কিনা জানি না। আজ ভগবান যীশুর কত ভক্তের কথা শোনা যায়। কত saint-এর (সন্তের) কথা শোনা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, যীশুর অনুরাগীদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করা উচিত তার।

হাউজারম্যানদা—আজ মেরির খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব খ্রীষ্টান জগতে যতটুকু আছে ও হয়েছে, তার থেকে তা ঢের বেশী হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সে ছিল pivot (মূল খুঁটো)। চরম দুঃসময়ে যখন কেউ ছিল না যীশুর পাশে, প্রত্যেকে ভয়ে-ভয়ে আত্মগোপন করে চলছিল, তখন একমাত্র সে-ই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বেপরোয়া হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল যীশুর জন্য পাগল হয়ে। কেউ-কেউ নাকি বলে—যীশুর প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল, তা ছিল lustful (কামনালিপ্সু)। হয়তো তা lustful-ই (কামনালিপ্সুই) ছিল। কিন্তু সমগ্র সত্তার

প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে অমন করে আর কেউ বোধহয় যীশুর অস্তিত্ব ও স্বস্তি কামনা করেনি। Her whole soul and entire being was bequeathed to Christ and that was the holiest of love (তার সমগ্র আত্মা, সমগ্র সত্তা যীশুকে সমর্পিত হয়েছিল এবং তার প্রেম ছিল পবিত্রতম)। ভালবাসা এমন জিনিস যে তাতে প্রিয়তমের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা মনে পড়ে না। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে, প্রতি অঙ্গ মোর'—এমনতর হয়। আবার আছে—'অনুরাগের বাতি য়ার/নয়নকোণে জ্বলেছে,/সে না সর্ব্বস্ব তেয়াগিয়া/গুরুকে সার করেছে'। ম্যাগডালার মধ্যে ছিল এই প্রাণ-উপচান অনুরাগ। আবার ছিল প্রচণ্ড নির্ভীকতা ও পরাক্রম। আমি যত ভাবি ততই আমার শ্রদ্ধা হয়।

আ. প্র. ৯/১১.১১.১৯৪৭

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বললেন—With our love for Christ, we worship God (যীশুখ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা দিয়ে আমরা ভগবানকে পূজা করি)। সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) মানব-সমাজের অন্যতম গুরু। তাঁর মধ্যে মানব-সমাজের পূর্ব্বতন গুরুগণ জীবন্ত। আজ যদি আমরা Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে ভালবাসতে চাই, তাহলে দেখতে হবে—কে তাঁকে সবচাইতে বেশী ভালবাসেন, কে তাঁর প্রতি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুরক্ত, কার জীবন সেই অনুরাগে রঞ্জিত, কার চরিত্রে তাঁর গুণগুলি ফুটে উঠেছে, তেমন লোক পেলে তাঁর ভিতর দিয়ে আমরা Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে পাই, Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-কে ভালবাসতে শিখি। আমরা সেই গুরুকে মানি যিনি সকল সত্যিকার গুরুকেই মানেন—দেশকাল ও সম্প্রদায়ের বিভেদ না করে। তাঁকে মানলে সকলকে মানা হয়। তাঁকে ধরলে সকলকে ধরা হয়। All the Prophets of the past converge and are awakened in the living Guru of the age. It is through our love for the lover of Christ that we can love Christ. (পূর্ব্বতন প্রেরিতগণ জীবন্ত যুগগুরুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও জাগ্রত থাকেন। খ্রীষ্ট-প্রেমীর প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়েই আমরা যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসতে পারি)।

আ. প্র. ১০/৮.১.১৯৪৮

দর্শনার্থী মিস্ শিমার জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ কি নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নিজের সত্তাকে বজায় রেখে বহুতে বিবর্ত্তিত হতে চায়। ঈশ্বর যেমন একা বহু হয়েছেন—নিজেকে বহুভাবে উপভোগ করবার জন্য, তাঁর সৃষ্ট মানুষও তেমনি চায়, প্রীতি ও সেবার ভিতর দিয়ে বহুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়ে বহুভাবে নিজেকে অনুভব ও উপভোগ করতে। তাই বলে—God created man after His own image (ঈশ্বর নিজের প্রতিচ্ছবি করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টি করে নিজে ফুরিয়ে যাননি, তাঁর নিজত্ব অটুটই আছে। মানুষও তেমনি ঈশ্বর ও তার সৃষ্টিকে ভালবাসতে গিয়ে নিজ সত্তাকে মুছে ফেলতে চায় না। স্বতন্ত্র সত্তাবোধ যদি বিলকুল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে যে আর উপভোগ করনেওয়ালা বলে কেউ থাকে না। যে উপভোগ করবে, সেই যদি না থাকে, তাহলে উপভোগও থাকে না।

হাউজারম্যানদা—আমাদের সত্তা যদি যীশুখ্রীষ্টে ভূমায়িতি লাভ করে, তাহলে বহুতে বিবর্ত্তিত হয় কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি আমার ছেলেকে ভালবাসি, তাহলে বুঝতে পারি অন্য পিতার তার সন্তানের প্রতি ভালবাসা জিনিসটা কি। যীশুখ্রীষ্টকে যদি ভালবাসি, তবে তিনি যাদের ভালবাসেন, তাদেরও আমি ভালবাসতে শিখি। এমনি করেই circle (বৃত্ত) expanded (বিস্তৃত) হয়।

মিস্ শিমার—তাহলে বিবর্ত্তনের মূলে আছে ভালবাসা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় তাই। আমি যদি ভগবান যীশুকে ভালবাসি, তাহলে সব Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-কেই ভালবাসতে পারব, সমস্ত Prophet (প্রেরিতপুরুষ) যেমন করে সবাইকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমন করে ভালবাসতে পারব প্রত্যেকটি মানুষকে। আমরা আবার আমাদের Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-কে ভালবাসতে পারি through our present Guru (আমাদের বর্ত্তমান গুরুর মাধ্যমে)। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) আজ রক্তমাংসসঙ্কুল দেহধারী হয়ে আমাদের সামনে নেই, তাই তাঁকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যিনি সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ ও সত্তা দিয়ে তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর মধ্য দিয়ে আজও আমরা তাঁকে দেখতে পারি।

মিস্ শিমার—প্রভু যীশুর ব্যক্তিরূপ আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর ভাবরূপ আমরা দেখতে পাই, তাঁর বাণী ও নীতির মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কোন গুণকে বোধই করতে পারি না, যদি আমরা মানুষের মধ্যে তা manifested (ব্যক্ত) না দেখতে পারি। তার আগ পর্য্যন্ত আমরা কথার রাজ্যেই থেকে যাই, বোধের রাজ্যে পৌঁছাতে পারি না।

মিস্ শিমার—গভীর অনুভূতির সময় আমাদের যে বোধ হয়, তা তো নৈর্ব্যক্তিক রকমের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের feeling (বোধ)-টা অত্যন্ত keen and concentrated (তীব্র ও একাগ্র) হয়ে ওঠে। তাই, ঐ ব্যক্তিত্ব যে তত্ত্বের প্রতীক, তারই রূপ আমাদের বোধে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মিস্ শিমার—কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় না করেও তো ভালবাসা আমাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—There will be disintegration and no concentration (তাতে ভালবাসার খণ্ডীকরণ হবে একাগ্রতাসাধন হবে না)। পুরো ভালবাসাটা একজন ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে সার্থকতালাভ করতে পারে, চোখের সামনে এমনতর একটি ব্যক্তিত্ব চাই-ই, আর তাঁকে ভালবাসতে হয় unrepelling adherence ও unconditional surrender (অচ্যুত নিষ্ঠা ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ) নিয়ে। নচেৎ আমার সঙ্গে যতটুকু মেলে, আমার যতটুকু পছন্দ হয়, মেপে-মেপে এক-এক জনকে ততটুকু ভালবাসলাম, তার মানে আমি কাউকেই ভালবাসি না, ভালবাসি আমাকে, আমার পছন্দ, অপছন্দ ও খেয়ালকে। ঐগুলিই যদি আমার ভালবাসার বস্তু হয়, তাহলে আমার পরিণতি যা হতে পারে, তাই-ই হবে। ঐ ভালবাসার ভিতর-দিয়ে আমার character এর (চরিত্রের) higher re-adjustment (উন্নততর পুনর্বিন্যাস) হবে না। তা ছাড়া আতস পাথরের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের উত্তাপ feel (বোধ) করা, আর এমনি সূর্য্যের উত্তাপ feel (বোধ) করা, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। Lord Jesus (প্রভু যীশু) হলেন আতস পাথর। He can concentrate mercy for us (তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের করুণাকে কেন্দ্রায়িত করে দিতে পারেন)।

* * *

হাউজারম্যানদা—যাকে-তাকে চালক-হিসাবে বা নেতা-হিসাবে গ্রহণ করে তাকে ভালবাসতে বা অনুসরণ করতে গেলে তো বিপদ আছে। হিটলারকে অনুসরণ করতে গিয়ে জার্ম্মানী ও জার্ম্মানরা কতখানি বিপন্ন হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই নেতাকে অনুসরণ করতে হয় যিনি সুনীত ও সুনিয়ন্ত্রিত। গুরুহীন গুরুকেও অনুসরণ করতে নেই। নেতাহীন নেতাকেও অনুসরণ করতে নেই। আবার, গুরুর শুধু গুরু থাকলে হবে না, নেতার শুধু নেতা থাকলে হবে না, ঐ শ্রেয়ের প্রতি তাঁর এতখানি আনুগত্য থাকা চাই, যার ফলে খেয়ালী চলন বা ভ্রান্ত চলন তার চরিত্র থেকে বিদায় নেয়।

মিস্ শিমার—জার্ম্মানরা কিন্তু তাদের নেতার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, sacrifice for the leader who has sacrificed his ego for his beloved. Sacrifice yourself for Christ. (সেই নেতার জন্য ত্যাগ স্বীকার কর যিনি তাঁর প্রেষ্ঠের জন্য নিজের অহমিকাকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। খ্রীষ্টের জন্য নিজেকে বিসর্জ্জন দাও)।

মিস্ শিমার—পাশ্চাত্য দেশ যীশু থেকে চ্যুত হয়ে গেছে। তাকে কি আনা যাবে পথে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! কঠিন কিছু নয়। এমন কোন মানুষ যদি থাকেন যিনি যীশুকে সর্ব্বতোভাবে ভালবাসেন ও অনুসরণ করেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নীতিবিধিকেই বাস্তব আচরণে মূর্ত্ত করে তোলেন, তাঁকে ভালবাসতে হবে কায়মনোবাক্যে। অমনতর যীশুপ্রেমীকে ভালবাসলে মানুষ সবাইকে ভালবাসতে শিখবে, দুনিয়াকে ভালবাসতে শিখবে। যে-কোন একজন Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-কে ঠিক-ঠিক ভালবাসলে প্রত্যেকটি Prophet (প্রেরিতপুরুষ) -এর উপর ভালবাসা আসে। কারণ, Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-রা same (এক)। যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই বুদ্ধ, তিনিই যীশু, তিনিই মহম্মদ, তিনিই চৈতন্য, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ যদি একজনকে স্বীকার করে, আর একজনকে অস্বীকার করে, তাহলে বুঝতে হবে যাঁকে স্বীকার করে বলছে, তাঁকেও পুরোপুরি স্বীকার করে না। মানুষ অতীত থেকে শুরু করে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বা বর্ত্তমান থেকে শুরু করে অতীত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি Prophet (প্রেরিত)-কে যাতে স্বীকার করে, তেমনতর climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি করে তুলতে হবে। সব Prophet (প্রেরিত)-কে নিজ Prophet (প্রেরিত)-এরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বলে জানতে হবে। এই বোধ থেকে সব Prophet (প্রেরিত)-কে ভালবাসতে হবে। এই ভালবাসার মধ্য-দিয়ে দেশে-দেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে,

জাতিতে-জাতিতে মিল সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এমনি করেই স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হতে পারে পৃথিবীতে।

* * *

মিস্ শিমার—কার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender (আত্মসমর্পণ) করতে হবে Lord Christ-এর (প্রভু যীশুর) কাছে। মানুষের সামনে মানুষের দরকার হয়। আজকের দিনে যদি কোন মানুষের মধ্যে Christ (খ্রীষ্ট)-এর প্রতি পূর্ণ নতি ও তাঁর নীতি-অনুযায়ী নিখুঁত চলন দেখতে পাই, তবে তাঁর ভিতর দিয়ে আমরা Christ (খ্রীষ্ট)-কে feel (অনুভব) করতে পারি।

* * *

মিস্ শিমার—নিজের মঙ্গলের লোভে যদি কাউকে ভালবাসতে চেষ্টা করা হয়, সেটা তো স্বার্থপরতার সাধনা। স্বার্থপরতা এবং ভালবাসা কি একসঙ্গে চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—বড় চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আপনি।....ভালবাসা-সম্পর্কে আপনার conception (ধারণা) অতি clear (পরিষ্কার)। যাদের conception (ধারণা) এত clear (পরিষ্কার) নয়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা চাই। তাদের উচিত বৈধী ভক্তির অনুশীলন করে চলা। They should first have knowledge about the efficiency of love, so that their will to love may be enhanced. (তাদের প্রথমে ভালবাসার কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা উচিত, যাতে কিনা তাদের ভালবাসার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হতে পারে)। স্বার্থবোধ মূলতঃ খারাপ জিনিস নয়, তাই তাকে annihilate (বিনাশ) করতে চেষ্টা না করে elevated, enlightened, expanded ও purified (উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত, বিস্তারিত ও পবিত্র) করে তোলার চেষ্টা করা ভাল। সত্তাস্বার্থী চলনই ধর্ম্ম। Lord-ই (প্রভুই) হলেন আমাদের inner Divine Self-এর (অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার) প্রতীক। তাঁকে না ধরলে, তাঁকে ভাল না বাসলে, তৎস্বার্থী না হলে, সত্তাস্বার্থী হওয়ার অন্য কোন পন্থা বা উপায় নেই আমাদের। ঘুরে-ফিরে কোন-না-কোন প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যাব আমরা। তাই, শাশ্বত বিধি অর্থাৎ যা করলে যা হয়, তা বলা লাগে, বোঝান লাগে সাধারণ মানুষকে। বৈধী পন্থায় চলতে-চলতে যখন ইষ্টের

উপর, প্রভুর উপর ভক্তি-ভালবাসা গজায় তখন হীনস্বার্থ transformed (রূপান্তরিত) হয় ইষ্টস্বার্থে। তখনই ধৃতিপোষণী চলন অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায় মানুষের জীবনে। ......যেমন করে হোক তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে—তা মক্স করেই হোক বা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই হোক। যে তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ভালবাসে, সে তাকে প্রাণের তাগিদেই ধরে ও অনুসরণ করে। তা না করেই সে পারে না, তাই করে। লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা সে করে না। কষ্ট বা প্রলোভন তাকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। প্রাণ যার পরমপিতাকে নিয়ে মত্ত, কোন কষ্টই তাকে কাবু করতে পারে না, কোন প্রলোভনই তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, কোন ভয়ই তাকে ভীত করতে পারে না। তাই আমি বলি—অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও। ওর চাইতে বড় লাভ বা প্রাপ্তি ত্রিভুবনে আর কিছু নেই।

* * *

হাউজারম্যানদার মা—যোগ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগের মানে যাই হোক এর মূল কথা হলো love (ভালবাসা)।

মা—কার প্রতি ভালবাসা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Lord of life (জীবনের প্রভু) যিনি তাঁর প্রতি ভালবাসা। আপনি যদি Lord Christ কে (প্রভু যীশুকে) ভালবাসেন, তাহ'লে অন্যান্য Prophet (প্রেরিত)-কেও আপনি ভালবাসবেন, তা তিনি যখন যেখানেই আসুন না কেন। কোন সত্যিকার Prophet-কে (প্রেরিতকে) যখন আমরা অস্বীকার করি, তখন আমরা Lord (প্রভু)-কেই sacrifice (ত্যাগ) করি।

* * *

মা—ভগবান যীশু নিভৃত প্রার্থনাদির উপর জোর দিয়েছেন। এর সার্থকতা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মন সর্ব্বদা বাইরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে নানাভাবে scattered (বিক্ষিপ্ত) হয়ে পড়ে। ঐ-সব বিক্ষেপ থেকে মনকে সরিয়ে এনে ঈশ্বরে একাগ্র যত করা যায়, ততই মনের শক্তি বাড়ে। আর, ঐ শক্তিসম্পুষ্ট কেন্দ্রায়িত মন দিয়ে পরমপিতার সেবা আরো ভাল ক'রে করা যায়।

* * *

মিস্ শিমার—নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের ভজনায় আধ্যাত্মিক আলোকের স্ফূরণ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে আমাদের মন যে-স্তরে উন্নীত হয়ে আছে, বড়জোর সেই স্তরের আলোক পেতে পারি, কিন্তু তা ছাড়িয়ে যেতে পারি না। ভগবানকে অর্থাৎ ভাগবৎ পুরুষকে প্রত্যক্ষভাবে ভক্ত যখন পায়, তখন কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্তর্নিহিত বাস্তব তত্ত্বমূর্ত্তি সে বোধে উপলব্ধি করতে পারে, যেমন অর্জ্জুন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। শুনেছি সেইন্ট জন না কে যেন রোজ ভগবান যীশুর সামনে গিয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বসে থাকতেন এবং অপলকনেত্রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। একদিন নাকি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—তোমার মুখে একটি কথা নেই, শুধু একদৃষ্টিতে চেয়ে থাক, তুমি বসে-বসে দেখ কী? তাতে তিনি নাকি বলেছিলেন—'I see love' (আমি ভালবাসাকে দেখি)। তিনি এ কথা বলেননি—'I see Christ' (আমি যীশুখ্রীষ্টকে দেখি)। আমার মনে হয় তিনি ব্যক্তি যীশুকে অবলম্বন করে তাঁর অন্তর্নিহিত তত্ত্বমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই ঐ কথা বলেছিলেন।

মিস্ শিমার—কেউ যদি গুরুগ্রহণ না করে অন্তরে ভগবান-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করে, তার কি আর গুরুগ্রহণের প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি অন্তরে ভগবানের অনুভূতি লাভ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে pure soul (পবিত্র আত্মা), তাই call of God (ভগবানের ডাক) feel (অনুভব) করতে পেরেছে। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে সঠিক পথ ও সদ্‌গুরুলাভের আশা ও সম্ভাবনা তার সমধিক। সাময়িক অনুভবের বিশেষ মূল্য থাকে না যদি character-এর transformation (চরিত্রের রূপান্তর) না হয়। সদ্‌গুরুর ভাবে ও প্রেমে দীর্ঘদিন অবিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়ভাবে ম'জে থাকতে-থাকতে তবে গিয়ে চরিত্র তাঁর ভাবে রঞ্জিত হয়। নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকলে তখন বেচালে পা পড়ে কমই। ঐ অবস্থায়ও গুরুমুখিতা কমে গিয়ে অহংমুখিতা প্রবল হলে পতন ঘটতে পারে যে-কোন মুহূর্ত্তে। তাই জীবন্ত গুরুতে surrender (আত্মসমর্পণ) চাই-ই, নইলে অহং-এর চৌহদ্দি পার হওয়া দুষ্কর। আর, তা পার না হলে পরমপিতা আমাদের ভিতর তাঁর আসন গাড়ার জায়গা পান না। একটা অতি সুন্দর গল্প আছে এই বিষয়ে। ধ্রুবের ডাকে ভগবান তাকে দেখা দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ধ্রুব দীক্ষিত নয়, তাই তাকে দেখা দিতে পারছেন না। শেষটা ভগবান উপযুক্ত গুরু জুটিয়ে দিয়ে ধ্রুবের দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং তার পরে দর্শন দিলেন তাকে। তার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ যত সময় দেহধারী গুরুর কাছে মাথা না মোড়ায়, তত

সময় তার আত্মাভিমান যায় না। আর, ঐটি বড় হয়ে থাকলে ভগবান সেখানে পাত্তা পান না। ভগবান যীশু তাই বলেছেন—'None can come to the Father but through me' (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না)। আবার শিষ্যদের এমনতর কথাও বলেছেন—'You have been so long with me and you do not know the Father !' (তোমরা আমার সঙ্গে এতদিন সঙ্গ করেছ, অথচ তোমরা পিতাকে জান না!) অর্থাৎ, তাঁকে জানলেই পরমপিতাকে জানা হয়, তাঁকে পেলেই পরমপিতাকে পাওয়া হয়। আর, তাঁকে বাদ দিয়ে যত যাই করা হোক, তাতে পরমপিতাকে জানাও হয় না, পাওয়াও হয় না।

* * *

হাউজারম্যানদার মা—প্রভু যীশু যে বলেছেন—আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ ভগবানের কাছে আসতে পারে না, তার নানারকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। এবং সেই সব ব্যাখ্যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি না করে বিরোধ, অসহিষ্ণুতা ও সঙ্কীর্ণতাকেই হয়তো প্রবল করে তুলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Follies are not truths. (মুর্খতা আর সত্য এক কথা নয়)।

হাউজারম্যানদার মা—কোন্‌টা মূর্খতা এবং কোন্‌টা সত্য তা নির্ণয় করা যাবে কীভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রেরিত-পুরুষদের বাণীকেই আমরা authoritative (প্রামাণ্য) বলে মানব। তাঁদের বাণীর মনগড়া ব্যাখ্যা করলে চলবে না। তাঁদের বাণীগুলির মধ্যে সামগ্রিক সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী প্রেরিত-পুরুষগণের প্রকাশিত সত্যের আলোকেও সেগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে হবে। করাই মানুষকে সত্য অনেকখানি চিনিয়ে দেয়। Surrender (আত্মসমর্পণ) করেছেন, এমনতর গুরুর কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) না করে যদি কেউ ভগবানের পথে এগুতে চেষ্টা করে তাহলে সে নিজেই টের পায়, তার চেষ্টা কতখানি সার্থক হচ্ছে। সদ্‌গুরুকেই হয়তো ধরল একজন, কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে ধরা উচিত এবং যেভাবে তাঁকে অনুসরণ করা উচিত, তার মধ্যে যদি গোল থাকে তাহলেও ঈপ্সিত ফল মিলবে না। এটা একটা positive science (বাস্তব বিজ্ঞান), একটা exact science (নির্ভুল বিজ্ঞান)। ফাঁকিবাজি বা বিধির ব্যত্যয়ের ভিতর-দিয়ে এ-রাজ্যে কাজ হাসিল হবার নয়।......সদ্‌গুরু জানেন

প্রত্যেকের destined goal (নির্দ্ধারিত লক্ষ্য) কি এবং সেই পথেই তাকে পরিচালনা করেন। তাই নিজের খেয়াল-খুশীকে বিসর্জ্জন দিয়ে নির্ব্বিচারে তাঁকে অনুসরণ করতে হয়। সদ্‌গুরু লাভ করার পর যদি কারও সাময়িক স্খলন-পতনও হয়, তাহলেও তার সম্বন্ধে হতাশ হবার কিছু নেই। সে যদি একদিনও তাঁকে ভালবেসে থাকে, ঐ ভালবাসার স্মৃতি তার মনে অনুতাপের তুষানল জ্বালিয়ে তাকে self-purification ও self-adjustment-এর (আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের) পথে পরিচালিত করবে। যদিও দুর্ব্বলতার মুহূর্তে পিটার একসময় যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন, তাহলেও যীশুর সঙ্গে তাঁর সংশ্রব ছিল বলেই যীশুর মৃত্যুর পর তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন। তাই আজও তিনি Saint Peter (সাধু পিটার) বলে গণ্য হন। কিন্তু betrayal-এর (বিশ্বাসঘাতকতার) মত পাপ নেই। তাই জুডাস্ চিরধিকৃত মনুষ্যসমাজে।

হাউজারম্যানদার মা—আমরা অনেকে যীশুকে ভালবাসি বলি কিন্তু আমাদের আচরণ তাঁর নীতিকে উল্লঙ্ঘন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেই দিক দিয়ে আমরাও জুডাসের থেকে কম বিশ্বাসঘাতক নই যীশুর প্রতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণকণ্ঠে ছলছল নেত্রে বললেন—সেদিন যেমন যীশু crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হয়েছিলেন, আজকের দিনেও সেই যীশু তেমনি করে crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হয়ে চলেছেন মানুষের হাতে। এই পাপের নিবৃত্তি না হলে মানুষের নিস্তার নেই। নিস্তারের একমাত্র পথ হলো মূর্ত্ত ত্রাতা যিনি তাঁকে sincerely follow (অকপটভাবে অনুসরণ) করা। তাহলে আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ধীরে-ধীরে শুধরে যাবে। ঠিকপথে চলতে শুরু না করলে, ভুলপথে চলার অভ্যাস আরো মজ্জাগত হবে এবং তার chain reaction (শ্রেণীবদ্ধ প্রতিক্রিয়া) চলতে থাকবে।....

হাউজারম্যানদার মা—পিটারের সাধনজীবনের উন্নতি আমাদের উৎসাহিত ও আশান্বিত করে, কিন্তু তাঁর পতন এই শিক্ষা দেয় যে আমরা যেন সাবধান থাকি এবং কোন অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তে প্রভুকে যেন পরিত্যাগ বা অস্বীকার না করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে first and foremost (প্রথম ও প্রধান) করে চলাই মানুষের মত চলা। তাঁকে secondary (গৌণ) করে চলা মানে প্রেতজীবন বা পশুজীবন বহন করে চলা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেরী ম্যাগডিলিনী-সম্বন্ধে লোকের কি ধারণা তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মত ভক্ত বিরল। তাঁকে mother of Christianity (খ্রীষ্টধর্ম্মের মাতা) বললেও অত্যুক্তি হয় না। যীশুর crucifixion-এর (ক্রুশারোহণের) পর ভক্তবৃন্দ যখন ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তখন তিনিই কিন্তু যীশুর প্রেমে পাগল হয়ে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে যীশুর সন্ধানে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন। সে কি ব্যাকুল অনুসন্ধান! মুখে যীশুর কথা আর দুটি তৃষিত চোখে যীশুর অন্বেষণ! পথে-প্রান্তরে, ঝোপে-জঙ্গলে, গুহায়-কন্দরে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, পাথরের কোণে, সর্ব্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। সেই সন্ত্রাসের রাজ্যে ভক্তদের ভেঙ্গে পড়া মনোবল পুনরায় জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। তাঁর কোন তুলনা হয় না। তাঁর কথা কইতে গেলে আমার কেমন একটা emotion (আবেগ) জাগে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

আ. প্র. ১০/২৫.১.১৯৪৮

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—খ্রীষ্টান পাদ্রীরা conversion-কে (ধর্ম্মান্তরকরণকে) ভাল কাজ বলে মনে করে। এটা কি সত্যিই ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে যদি স্বীয় ইষ্ট ও পিতৃপুরুষের সাত্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বরং ঐ উৎসের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ করে যীশু-অনুরাগী ক'রে তোলা যায়, তাতে খারাপ হয় না। কিন্তু ইষ্ট ও সাত্বত পিতৃকৃষ্টি থেকে বিচ্যুত করে কাউকে যদি খ্রীষ্টান করা হয়, তবে কাজটা anti-Christ (খ্রীষ্ট-বিরোধী) বলে আমার মনে হয়। This sort of conversion is a form of treachery (এই ধরনের ধর্ম্মান্তরকরণ একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা)। উৎসকে অবজ্ঞা করতে শেখান মারাত্মক ফল প্রসব করে। আমি বলি ঈশ্বরও যেমন এক, ধর্ম্মও তেমনি এক এবং প্রেরিতপুরুষরাও তেমনি এক। Their advent is for the self-same mission (তাঁদের অবতরণ একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য)। তাঁরা মানুষের দুনিয়ায় ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকৃত বর্ত্ম। তাঁদের প্রতি অনুরাগ-নিবদ্ধ হয়েই মানুষ শয়তান ও অধর্ম্মের কবল থেকে রেহাই পায়। তাঁরা দেশকালপাত্রানুযায়ী একই সত্য পরিবেষণ ও প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ করতে নেই। স্বীয় ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রেখে পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী প্রত্যেকের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে চলতে হয়। পূর্ব্বতনদের অনুসরণ করার

সহজ পথ হলো তাঁদের পরিপূরক বর্ত্তমান মহাপুরুষ যিনি, তাঁর শরণাগত হওয়া। এরজন্য স্বীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, পিতৃপুরুষ বা পিতৃকৃষ্টি ত্যাগ করা লাগে না। এর ভিতর-দিয়েই বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও এককে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে।

আ. প্র. ১০/২৮.১.১৯৪৮

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—A Christian should first love Christ and through Him all the Prophets, a Hindu should first love Krishna or the Prophet he follows and through Him all other Prophets. To love a Prophet is to understand Him as He was. We must not distort His views according to our convenience. Again, to love Mary, one is to love Christ first. If one says 'I love Mary, not Christ', it is to be doubted, if he loves Mary. (একজন খ্রীষ্টানের প্রথম যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসা উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে সব প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসা উচিত। একজন হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে বা যে-প্রেরিতপুরুষকে সে অনুসরণ করে তাঁকে ভালবাসা উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য সব প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসা উচিত। কোন প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসা মানে তিনি যেমন ছিলেন, সেইভাবে তাঁকে বোঝা। আমাদের সুবিধা অনুযায়ী তাঁর মতের বিকৃত ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। আবার, মেরীমাতাকে ভালবাসতে গেলে প্রথমে যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসতে হয়। যদি কেউ বলে—যীশুকে নয়, আমি মা মেরী কে ভালবাসি, তা'হলে সে মা মেরীকে ভালবাসে কিনা, তা সন্দেহযোগ্য)।

আ. প্র. ১১/৭.২.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্টের আমলে তাঁকে হয়তো খুব কম লোক জানত, তারপর whole Europe (সারা ইউরোপ) জানল, whole India (সারা ভারত) জানল, এশিয়ার অন্যান্য দেশ জানল, whole world (সারা জগৎ) জানল। ক্রমে-ক্রমে বেশী-বেশী লোক জানবে। He will be glowing for ever (তিনি চিরকালের জন্য দীপ্তি পাবেন)। তিনি এক নূতন জীবনের message (বাণী) নিয়ে এসেছিলেন, তাই আজও তাঁর কথা শুনলে

মানুষ আশা পায়, উৎসাহ পায়, আনন্দ পায়। ...আমি ছোটবেলায় দেখেছি খ্রীষ্টানদের প্রতি অনেকের aversion (বিরূপভাব) ছিল, কিন্তু পরমপিতার দয়ায় সে-ভাবটা কেটে যাচ্ছে। আমার মনে হয় conversion-policy (ধর্ম্মান্তরকরণের নীতি) ক্রাইষ্টকে ভালবাসার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এমনিই মানুষ তাঁকে ভালভাবে ভালবাসতে পারছে, প্রত্যেকের অন্তরের ভালবাসা কেড়ে নেবার মতই যে জীবন তাঁর।

আ. প্র. ১১/৭.২.১৯৪৮

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলে আছে, Be a Roman in Rome (রোমে একজন রোমবাসী হও)। আমি যদি এদেশে যীশুখ্রীষ্টের কথা বলি এবং বাইবেলে নেই বলে কেষ্টঠাকুর, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণদেব ইত্যাদিকে নস্যাৎ করে দিই তাহলে আমার মুখে কি কেউ যীশুখ্রীষ্টের কথা শুনতে চাইবে? বরং আমি যদি বলি ক্রাইষ্ট প্রত্যেক ভাগবত পুরুষকে বিশেষতঃ পূর্ব্বতনদের মান্য করার কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন 'I am come to fulfill and not to destroy'. (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি)—তখন লোকে আমাকে বলবে 'এস এস বোস'। তোমার ভালবাসা যদি কারও ভালবাসাকে wound (আঘাত) করে, তোমার ভালবাসা ভালবাসা পাবে না। If your love does not revere one's love, your love will not be loved. (যদি তোমার ভালবাসা অপরের ভালবাসাকে শ্রদ্ধা না করে তাহলে তোমার ভালবাসা ভালবাসা পাবে না)।

আ. প্র. ১১/৭.২.১৯৪৮

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—খ্রীষ্টানদের মধ্যে কি শব্দ-সাধনা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! শুনেছি বাইবেলে আছে—'In the beginning was the word and the word was with God and the word was God' (আদিতে বাক্ ছিল, বাক্ ছিল ঈশ্বরে এবং বাক্‌ই ঈশ্বর)। তাই ঈশ্বর-আরাধনা করতে গেলে আদিবাক্ বা নাম বা বীজমন্ত্রের কথা এসেই পড়ে। তাই আছে 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। আবার নাম ও নামী অভিন্ন। তাই শুধু নাম করলে হয়

না, নামের যিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেই নামী পুরুষের প্রতি অকাট্য অনুরাগ-সমন্বিত নিবিষ্ট ধ্যানও চাই সঙ্গে-সঙ্গে। তিনিই ধ্যেয়, তিনিই অনুসরণীয়, তিনিই গতি, তিনিই গন্তব্য। তাঁকেই প্রথম ও প্রধান করে চলতে হয় এবং তাঁর তুষ্টি, পুষ্টি, সেবা, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করতে হয়। শব্দ-সাধনা মানে এতখানি। শব্দ-সাধনা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবার মধ্যেই আছে। এটা universal (সার্ব্বজনীন)। মুসলমানরা বলে আওয়াজের কথা। কেষ্টঠাকুরের হাতে বাঁশী, বাঁশী নাকি বলে রাধা রাধা। গান আছে—'রাধা নামে সাধা বাঁশী'। তার মানে He is the representative of universal বাক্ (তিনি সার্ব্বজনীন বাক্-এর প্রতিনিধি)। ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে যেই-ই নিয়মিতভাবে নাম-সাধন করে, সেই-ই এগুলি উপলব্ধি করে। এ পথ সবার জন্য খোলা। শুধু শুনলে হয় না, প্রাণমন ডুবিয়ে দিয়ে একরোখা হয়ে লেগে থাকতে হয়। যখন নেশা জমে ওঠে, তখন আর পায় কে?

আ. প্র. ১১/১৮.৩.১৯৪৮

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গসুরে বললেন পরমপিতাকে এমনি আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, কিন্তু তার স্পর্শ আমরা অনুভব করতে পারি ক্রাইষ্ট এবং তাঁর মত যাঁরা তাঁদের ভিতর-দিয়ে। ক্রাইষ্ট তাঁর ভালবাসা দিয়ে ক্রমাগত আমাদের আকর্ষণ করেন, টানেন তাঁর দিকে। আমরা না জানলেও তিনি জানেন যে আমরা সবাই primarily (মুখ্যতঃ) তাঁরই। আমরা তাঁর প্রতি সংযুক্ত থাকি, এই-ই তিনি চান। এই-ই তাঁর প্রাণের পিপাসা। কারণ, এতেই আমাদের মঙ্গল। আমাদের মঙ্গলটাই তাঁর কাছে উপভোগ্য। তাঁর সঙ্গে সংযুক্তিই আনন্দের, বিযুক্তি দুঃখের। তা তাঁর পক্ষেও যেমন, আমাদের পক্ষেও তেমনি। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা পরমপিতার কাছে যেতে পারি না। তাই কত emphatically (জোরের সঙ্গে) বলেছেন—'I am the way, the truth, the goal. None can come to the Father but by me.' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই গন্তব্য। আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না)। তিনি হলেন—Shepherd of man. He does not like that any one of his children should be out of His flock i.e. lost. (মানুষরূপ

মেষের পালক। তিনি চান না যে তাঁর সন্তানদের কেউ দলছাড়া হোক অর্থাৎ হারিয়ে যাক)।

আ. প্র. ১১/২০.৫.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্ট যা করেছিলেন তাকে বলা যায় বিপ্লাবী বিপ্লব। পরবর্ত্তী ব্যাপারগুলি বিদ্রোহী বিপ্লব।

একজন বললেন—পলের খ্রীষ্টধর্ম্ম, ক্রাইষ্টের খ্রীষ্টধর্ম্মের থেকে তফাৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ যেমন। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণে রামকৃষ্ণ অনেকখানি বাদ গেছেন এবং অন্যরকম মানে হয়ে গেছে। তেমনি ক্রাইষ্ট ও ক্রাইষ্টের খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং পলের ক্রাইষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্ম অনেকখানি তফাৎ।

উক্ত দাদা—Pauline Christianity (পলের খ্রীষ্টধর্ম্ম) divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) support (সমর্থন) করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অথচ ক্রাইষ্ট এর বিরুদ্ধে কত বিযাক্ত কথা কয়ে গেছেন। রসুলও অনেকটা তাই—এ সম্বন্ধে কত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

আ. প্র. ১২/৭.৭.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্ট-এর girdle (আবেষ্টনী) ছিল কিন্তু weak (দুর্ব্বল)। আমার মনে হয় ইচ্ছা করলে পিটারই তাঁর life (জীবন) save (রক্ষা) করতে পারত। একমাত্র মেরী ম্যাগডেলিনই দেখা যায় তাঁকে সত্যি ভালবাসত। তাঁর মত করে সে resist (প্রতিরোধ) করতে চেষ্টা করেছে। ক্রাইষ্ট-এর মৃত্যুর পর সে কেবল পাগলের মতন তাঁকেই খোঁজে, তাঁর কথাই জ্বলন্ত উন্মাদনায় কয়। লোকে তখন আকৃষ্ট হয়। ক্রাইষ্ট-এর appreciation (কদর) হচ্ছে দেখে apostle (ধর্ম্মপ্রচারক শিষ্য)-রা তখন এক-এক করে ক্রাইষ্ট-এর কাপড়-চোপড়, রুমাল, খাতাপত্র বগলে নিয়ে বের হতে লাগল। ভাবল এই বেলায় আসর জমিয়ে না নিলে তো ঐ মেয়েটাই prominant (প্রধান) হয়ে যাবে।

আ. প্র. ১২/৮.৭.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—তুমি যদি ধার্ম্মিক হও, অধর্ম্মকে তুমি নিরোধ করবেই, তুমি যদি স্বাস্থ্য চাও, ব্যাধিকে তুমি অবশ্যই নিরোধ করবে। যদি অহিংসা চাও, হিংসাকে তোমার নিরোধ করাই লাগবে। ক্রাইষ্ট মন্দিরে গিয়ে যখন দেখলেন যে, মন্দিরকে একটা বাজার করে ফেলেছে, ব্যবসা পাতিয়ে বসেছে সেখানে, ঠক-জোচ্চুরি চালাচ্ছে সেখানে, তিনিই তো চাবুক হাতে ব্যবসাদারদের মেরে তাড়িয়ে বেরে করে দিলেন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। রুদ্রকণ্ঠে হেঁকে বললেন—'আমার পিতার মন্দির তোমরা এইভাবে অপবিত্র করছ?' এটা কি অসৎকে resist (প্রতিরোধ) করা নয়? তাই বলছিলাম, ধর্ম্ম যার জীবনে জাগ্রত আছে তার মধ্যে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম সক্রিয় হয়ে মাথা তোলা দেবেই কি দেবে! নইলে ধরে নিও ধর্ম্ম তার কাছে কথার কথা মাত্র। সে আছে অন্য ফিকিরে।

আ. প্র. ১২/৮.৭.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ভাইকে বললেন—ভগবান যীশু বলেছেন—'It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of heaven' (একজন ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চাইতে বরং একটা উটের পক্ষে একটা সূচের ছিদ্র দিয়ে গলিয়ে যাওয়া সহজ)।

প্রশ্ন—ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মের কি নিত্য ও আত্যন্তিক বিরোধ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে যীশু ধনী বলতে অর্থগৃধ্নু ধনীদের কথা বলেছেন। যারা ঈশ্বর-প্রেমী, ঈশ্বরের তথা জীবের সেবার জন্যই যাদের বিত্তবিষয়, তাদের বিত্তবিষয় ধর্ম্মের বিরোধী তো নয়ই, বরং পরিপোষক। অর্থগৃধ্নু ধনীদের কাছে অর্থ ঈশ্বরের চাইতে প্রিয়তর। তাই তারা অর্থলোভে ঈশ্বরকে ছাড়তে পারে, কিন্তু ঈশ্বরার্থে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। শুধু অর্থগৃধ্নু ধনীদের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না, অর্থগৃধ্নু দরিদ্রদের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। জুডাস যে ত্রিশটি মুদ্রাখণ্ডের জন্য যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ অর্থগৃধ্নুতা। এমন অনেক কৃপণ বড়লোক আছে যারা নিজের ও নিজের জনের জন্যও যেখানে যেমন প্রয়োজন তা খরচ করতে পারে না। এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। এরা pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত), এদের কড়া চিকিৎসার প্রয়োজন। এ এক রকমের পাগলামিও বটে। তাদের ব্যক্তিত্বে বহু বিদঘুটে

অসঙ্গতি বাসা বেঁধে থাকে। এই ঘূর্ণাবর্তে যারা পড়ে তাদের পার পাওয়া কঠিন।

আ. প্র. ১৪/১৪.৮.১৯৪৮

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধই হোক, আর যেই হোক, তারা যদি নিষ্ঠা ঠিক রেখে, আচরণ ঠিক রেখে, অল্প কিছু সময় প্রেরিত-পারম্পর্য্যমূলক ঐক্যের service ও teaching (সেবা ও শিক্ষা) দেয়, তাহলে মানুষের বড় কাজ হয়, তারা বিভ্রান্ত হয় না, বিচ্ছিন্ন হয় না, বিদ্বেষপরায়ণ হয় না। মানুষ যে mistake (ভুল) নিয়ে চলেছে, চাই তার নিরসন। চাই প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, যা মানুষকে ঈশ্বরপরায়ণ করে তোলে, ঐক্যসমৃদ্ধ করে তোলে, সবার প্রতি দরদী ও সেবাপরায়ণ করে তোলে। একজন খ্রীষ্টান যদি ভগবান যীশুকে ভক্তি না করে কৃষ্ণকে মানে তার কৃষ্ণকে মানা হবে না। আবার একজন কৃষ্ণভক্ত যদি পূর্ব্বপুরুষ ও blood (রক্ত) ignore (উপেক্ষা) করে যীশুকে ভজনা করে, তাহলে যীশু চোখ বুজলেন, তিনি বিবর্জ্জিত হলেন।

আ. প্র. ১৪/১৪.১০.১৯৪৮

একজন বললেন—বাইবেল, গীতা, কোরাণ মূলতঃ এক হলেও ভাবটা একটু আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হলো attitude-এর (দৃষ্টিভঙ্গীর) রকমফের, যেখানে যে কায়দায় দেওয়া দরকার সেখানে সেই কায়দায় দেওয়া; otherwise same thing out and out (অন্যথা পুরোপুরি এক জিনিস)। সবই আর্য্যকৃষ্টি। আর্য্যকৃৎ এরা। ইসলাম কৃষ্টি, খ্রীষ্টান কৃষ্টি আলাদা নয়। কৃষ্টি মানে জীবনবৃদ্ধির পদ্ধতি। এটা যেখানে যেভাবে হতে পারে, সেখানে সেইভাবে করণীয়। Fundamentally (মূলতঃ) সব এক।

আ. প্র. ১৪/২৯.১০.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—যীশুখ্রীষ্ট নাকি তাঁর জীবনের রহস্যময় আঠারো বছরের মধ্যে ভারতে এসে অনেকদিন ছিলেন। তিনি নাকি কাশী, পুরী প্রভৃতি স্থানে ছিলেন। কাশ্মীরে তাঁর কবর আছে বলে লোকে দেখায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় না তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। হয়তো তিনি কবর থেকে উঠে ওখান থেকে এদিকে চলে এসেছিলেন।

আ. প্র. ১৫/২৮.১১.১৯৪৮

হাউজারম্যানদা প্রণাম করে উঠতে-না-উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন—আজকে আমাদের তাঁরই দিন, যিনি দুনিয়ায় এসেছিলেন দুনিয়ার দুঃখ ঘোচাতে—সেই Divine the Great-এর (দিব্য মহাপুরুষের) জন্মদিন—যাঁকে আমরা বিদায় দিয়েছি দুঃখে, কষ্টে, যন্ত্রণায়, অনাদরে, অপঘাতে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে ঐ ভাব অবলম্বনে বাণী দিলেন—

This day is verily the day of Him Who is ours,
Who came on earth
to remove the misery of the world,
The birthday of that Divine the Great
Whom we have seen off
in sorrows, sufferings, woe and anguish
in uncared negligence
and bleeding tyranny.

বাণীটি বলে শ্রীশ্রীঠাকুর বিষাদগম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর চোখ দুটি ছলছল।

আ. প্র. ১৫/২৫.১২.১৯৪৮

সামনে উপস্থিত একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—I like to call him Punditji, because he is really a Pundit—a son of a Pundit. (আমি তাকে পণ্ডিতজী বলতে চাই, কারণ তিনি পণ্ডিতের ছেলে এবং প্রকৃত পণ্ডিত)। পিতৃবংশের পরিচয় যদি বাতিল করতে হয় ক্রাইষ্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে তবে সেটায়, যিনি কৃতজ্ঞতার মূর্ত্ত প্রতীক—তাঁর নাম করে অকৃতজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তিনি তা বলেননি কখনও। যদি কোন নতুন নাম দিতেও হয়, তবে মূল নামের পরে যোগ করে দেওয়া যায়।

আ. প্র. ১৫/১২.২.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্ট বলেছেন, যে বিবাহবন্ধনবিচ্ছিন্না স্ত্রীকে বিয়ে করে সে ব্যভিচার করে, তার মানে অমনতর স্ত্রীর গর্ভজাত

সন্তানের বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে, তাই ঐ বিবাহ দোষের। কারণ, তার মাথায় তার পূর্ব্বস্বামীর ছাপ থেকে যায়। পরে তাকে যে বিয়ে করে তারও ক্ষতি হয়, কারণ ঐ স্ত্রীর শরীর ও মন অশুদ্ধ থাকে। তাকে বিয়ে করলে সংসর্গদোষে পুরুষও কিছুটা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে।

আ. প্র. ১৫/১৩.৩.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর. হাউজারম্যানদাকে বললেন—বাইবেলখানা খুব ভাল করে পড়তে হয়। আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে habits (অভ্যাসগুলি) mould (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে actively (সক্রিয়ভাবে)। নীতিগুলি ফুটিয়ে তোলা লাগে চরিত্রে। তা যদি করে নিতে পার, স্পেন্সার এবং আউটারব্রিজ এসে তোমাতে দেখবে an angel in flesh and blood (একজন রক্তমাংসসঙ্কুল দেবতা)। নিজের ভিতর দেখা লাগে কোথায় evils, weakness and foolishness (অসৎপ্রাণতা, দুর্ব্বলতা এবং মূঢ়তা) আছে। আর, সেগুলি সংশোধন করা লাগে। বুঝলে তো? আগে নিজেকে ঠিকভাবে না গড়লে মানুষকে glow (দীপ্তি) দেওয়া যায় না, light (আলো) দেওয়া যায় না। Tolerance (সহনশীলতা)-ও চাই। They will get no abode in you if you have no tolerance, of course wise tolerance (তোমার মধ্যে যদি বিজ্ঞ সহনশীলতা না থাকে তা'হলে লোকে তোমার ভিতরে আশ্রয় খুঁজে পাবে না)।

আ. প্র. ১৫/২৬.৩.১৯৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—শিষ্যদের বাইরে প্রচারে পাঠাবার সময় যীশু তাঁদের যা বলেছিলেন, বাইবেলের সেই কথাগুলি পড়ে শোনা তো।

পড়ে শোনানো হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধানতঃ ঐ ১২ জনের মুদ্দোতেই ক্রিশ্চিয়ানিটির এতখানি প্রসার। তাহলে বোঝেন কতখানি কঠোর, একনিষ্ঠ ও ভালবাসাময় হওয়া লাগে। গোড়ায় অতো কষ্ট করেছে বলে ক্রিশ্চিয়ানিটি আজ এত সমৃদ্ধ।

আ. প্র. ১৬/২৭.৩.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলে ভগবান যীশু কত কথা বলেছেন। কিন্তু নানাভাবে একটা কথাই বলেছেন। সেটা হলো—ভগবানকে ভালবাস, নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) কর, পারিপার্শ্বিককে ভালবেসে তাদের

মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা কর। তিনি বলেছেন—'I am before Abraham was' (আব্রাহাম যখন ছিলেন না, তখনও আমি ছিলাম)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন, তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি, ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ' (আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে, সেগুলি আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না)। যীশু বলেছেন—'He who loves anything more than me is not worthy of me' (যে আমার চাইতে অন্য কিছু বেশী ভালবাসে, সে আমাকে পাওয়ার যোগ্য নয়)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (সমস্ত প্রবৃত্তির ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে রক্ষা করে চল)। আবার আছে—'মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (আমাগত চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর)। প্রাণভরে তাঁকে ভালবাসা এবং অন্তরে-বাহিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। সর্ব্বশাস্ত্রের মূল কথা এইটে।

আ. প্র. ১৬/৬.৪.১৯৪৯

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বাইবেলে eunuch for God ব'লে কথা আছে। Eunuch for God (ভগবানের জন্য নপুংসক) কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মানে ভগবানের জন্য তাদের এতখানি অনুরাগ যে, সেখানে অন্য অনুরাগ ঠাঁই পায় না। তারা ঈশ্বরের জন্য এতই ব্যাকুল হয়ে থাকে যে কাম-প্রবৃত্তি তাদের ভেতর মাথা তোলা দেওয়ার অবকাশ পায় না। সেদিকে তাদের মনই যায় না। যৌন ব্যাপারে কার্য্যতঃ তারা ক্লীব। এর মানে এই নয় যে পুরুষত্ব তাদের কিছু কম। পুরুষত্ব তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও তারা যৌন ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। তীব্র বৈরাগ্য তাদের স্বভাবগত, তাই তারা চিরকুমার থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে গেলে মনের কিছুটা আগ্রহ থাকা চাই সেইদিকে। তাই কামকে বলে মনসিজ। কিন্তু তাদের মন ইষ্টে এমনভাবে absorbed (নিবিষ্ট) থাকে যে তা otherwise (অন্যদিকে) direct (পরিচালিত) করার অবকাশ পায় না। তারা ঈশ্বরীয় ভাবে এত বিভোর থাকে যে কাম-প্রবণতা তাদিগকে যৌন ব্যাপারে আকৃষ্টই করতে পারে না। এরা হলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আগের কালে কিছু কিছু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন যারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করে সারাজীবন গুরুসেবা,

লোকসেবা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও যজন-যাজনে অর্থাৎ সাধন-তপস্যায় ও ধর্ম্ম সঞ্চারণায় অতিবাহিত করতেন। এদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হোত।

আ. প্র. ১৬/১১.৪.১৯৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—Adherence (নিষ্ঠা) যত ঠিক ও সক্রিয় হয়, সেবাও তত জীবনীয় হয়। আবার, যার বেষ্টনী যত strong (শক্তিশালী) হয়, সে তত successful (কৃতকার্য্য) হতে পারে। যীশুখ্রীষ্টের বেষ্টনী তত শক্ত ছিল না।

প্রশ্ন—যীশুখ্রীষ্ট কি এইজন্য দায়ী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি কী করবেন? তিনি তো ত্রুটি কিছু করেননি।

একজন বললেন—আমরা তো বলি যে, একটা মানুষ যদি তার পরিবেশকে favourable (অনুকূল) করে নিতে না পারে সেই জন্য সে-ই দায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি এ ব্যাপারে যীশুখ্রীষ্টকে দায়ী করতে চাই, সেটা আমাদের একটা মস্ত বড় অকৃতজ্ঞতা হবে। তিনি তো তাঁর প্রাণ দিয়ে করেছেন—শিষ্যদের ভালবেসেছেন, তাদের nurture (পোষণ) দিয়েছেন—নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ঢেলে দিয়ে;—তাঁর শিষ্যদের কি কিছুই করণীয় ছিল না? তিনি তাদের ভালবেসে ঠাঁই দিয়েছিলেন, এই কি তাঁর অপরাধ? সেটা যদি দোষ হয়, সে দোষ তো আছেই। শরীর নিয়ে আসেন বলে, ভালবেসেই তাঁদের জীবন কাটে, তার দরুণই তো দুর্ভোগ তাঁদের। বিশ্বাসঘাতক যারা তাদেরও তিনি ভালবেসে কোল দেন—শোধরাতে চান, তারাই তাঁকে হয়ত যমের মুখে ঠেলে দেয়। ....ক্রাইষ্টের যে এতখানি করা আমাদের জন্য, তাঁর জন্য আমাদের করণীয়ের দিক থেকে কি আমাদের কিছুই ভাববার নেই? তাঁকে অপরাধী করব? এতবড় অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবতেও আমার কেমন জানি গা শিউড়ে ওঠে। ক্রাইষ্ট তো তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো তাঁর কর্ত্তব্য করে গেলেন—অতবড় জীবন—অতখানি চরিত্র, এত বিপুল করা—আমাদের চোখে পড়ল না; হায় রে দুর্ভাগ্য! আর, তাঁর যদি ত্রুটি-ই থাকে, যার দরুণ তিনি ঐ বিকৃত পরিবেশকে ঠিক করতে পারেননি—আমি বলি—'With all thy faults I love Thee.' (তোমার সবত্রুটি সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি)। এঁদের যে দোষ দেখি, সে আর কিছু নয়—আমাদের impurity (অপবিত্রতা)-ই পুষ্ট হতে চায় wise pose-এ (বিজ্ঞ কায়দায়)।

আ. প্র. ১৭/৪.৫.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যদি সদ্‌গুরুকে ধরে অনন্তের উপাসনা করি, তাহলেই আমাদের জীবনে বিবর্ত্তন আসে। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—'I am the way, the truth, the life, none can come to the Father but by me' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন, আমাকে বাদ দিয়ে কেউ পরমপিতার কাছে পৌঁছাতে পারে না)। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি যদি আমাদের বাইরে সুনিয়ন্ত্রিত কোন আদর্শে অনুরক্ত না হয়, তাহলে বৃদ্ধি বলে কোন জিনিস থাকে না। তাতে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

আ. প্র. ১৭/৯.৫.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে একজন আমেরিকান ভক্ত বললেন—পাশ্চাত্ত্যও তো ক্রাইষ্টকে follow (অনুসরণ) করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে ওখানেও বিপর্য্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির বিনিময়ে আর্থিক উন্নতি লাভ করার উপর যদি মানুষের নজর বেশী যায়, তাতেও বাঁচা-বাড়া ব্যাহত হয়, balance (সমতা) থাকে না। মহাপুরুষেরা শুধু East (প্রাচ্য) বা West-এর (পাশ্চাত্যের) জন্য আসেন না। তাঁরা আসেন সারা পৃথিবীর জন্য—সমগ্র মানব সমাজের জন্য। One-sided materialism বা spiritualism-এর (একদেশদর্শী বৈষয়িকতা বা আধ্যাত্মিকতার) উপর তাঁরা জোর দেন না। তাঁদের লক্ষ্য হ'ল, মানুষের সর্ব্বতোমুখী উন্নয়ন এবং তা লাভ করতে হবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে—আদর্শনিষ্ঠ হয়ে—পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রশ্ন—ভারতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের কাজ সম্পর্কে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুর কথা মানুষে যতই জানে ততই ভাল। কিন্তু যীশুর নাম করে যদি অন্য কোন মহাপুরুষকে খাটো করা হয় এবং তাঁকে ছেড়ে যীশুকে ভজনা করার কথা বলা হয়, তাতে কিন্তু যীশুকে ধরার পক্ষেই অসুবিধা হয়। যীশু কিন্তু কখনও তা শেখাননি। তিনি বলেছেন—I am come not to destroy but to fulfil (আমি ধ্বংস করতে আসিনি, পরিপূরণ করতে এসেছি)। কিন্তু তাঁকে এমন করে পরিবেশন করা হল, যার থেকে এসে গেল seed of difference (অনৈক্যের বীজ)। আমি বলি—যে কৃষ্ণকে মানে না, সে ক্রাইষ্টকেও মানে না এবং যে ক্রাইষ্টকে মানে না, সে কৃষ্ণকেও মানে না। অবতারপুরুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ভাল না। প্রেরিতপুরুষ যাঁরা তাঁরা

সবাই বৈশিষ্ট্যপালী এবং আপূরয়মাণ। আবার, ভারতবাসীদের মধ্যে একটা বোধ আছে যে, পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের মধ্যে পূর্ব্বতন মহাপুরুষরা সবাই জীবন্ত থাকেন।

আ. প্র. ১৭/৯.৫.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—রোমান ক্যাথলিক সাধুদের স্বীকার না করা কি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পক্ষে অন্যায় হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ওটা ভাল লাগে না। আমার মনে হয় প্রোটেস্ট্যান্টরা যদি রোমান ক্যাথলিক চার্চের গলদগুলি পরিশুদ্ধ করে নিতে চেষ্টা করত, তাহলে ভাল হত। পূর্ব্বতন যীশুপ্রেমীদের অস্বীকার করা—আমার মতে একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার বলে মনে হয়। ওতে মানুষকে আত্মিক দিক দিয়ে দৈন্যগ্রস্ত করে তোলা হয়। যাঁরা শ্রদ্ধেয় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে, তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল না।

প্রশ্ন—প্রোটেস্ট্যান্টরা যদি বুঝে থাকেন যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে জড়িত থেকে যীশুকে ঠিকমত সেবা করা সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে যদি ঐটেকেই reform (সংস্কার) করতে চেষ্টা করত, তাহলে ভাল হত। যীশুখ্রীষ্ট তো দুজন নন, তাই ভিতরে থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য যা করণীয় তা করার চেষ্টা করলে সমীচীন হত। আমার মনে হয় প্রোটেষ্ট্যান্টরা অনেকটা আমাদের দেশের ব্রাহ্ম সমাজের মত—অবশ্য আমি ভাল করে জানি না, যেমন শুনেছি, তা থেকে এমন মনে হয়।

প্রশ্নকর্ত্তা—লুথার রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছেড়ে যেতে চাননি, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাঁকে টিকতে দেয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুকে যে ভালবাসে তার চরিত্রই মানুষকে সংহত করে তোলে। যীশুর বারো জন প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন প্রধান শিষ্যই সারা দুনিয়ায় যীশুকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন—এখন প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের কি তাহলে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে মেশা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন ভালবাসার মানুষ আসলে তা করতে পারবে। প্রোটেস্ট্যান্টদের যদি এই ধারণা হয়ে থাকে যে, রোমান ক্যাথলিকরা ঠিক পথে

চলছে না, তাহলে তো তাদের প্রত্যয়মত রোমান ক্যাথলিকদের ভুল ভাঙিয়ে দিতে চেষ্টা করা উচিত। হারানো মেষটার প্রতিই তো যীশুর দরদ ছিল বেশী। অবশ্য, রোমান ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে প্রোটেস্ট্যান্টদের যে ধারণা—তা যে নির্ভুল একথা আমি বলতে চাই না।

আ. প্র. ১৭/৯.৫.১৯৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দাদাকে আদর ক'রে কাছে ডেকে বসিয়ে বললেন—'নিমেষের দেখা' ব'লে যে গানটা গাইতিস, ঐ গানটা গা' তো একবার।

দাদাটি গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বললেন—ভুলে গেছি।.....

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ গানটা শুনে আমার মেরী ম্যাক্‌ডিলিনির কথা মনে পড়ে যায়। জলপাই গাছের ফাঁক থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে প্রাণপ্রিয় প্রভুকে—আকূল আগ্রহ নিয়ে। মেরীকে দেখে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—তাকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারবে বলে। অমনি উচ্চারিত হলো—'যে তোমাদের মধ্যে পাপ করনি সে-ই ঢিল ছুঁড়তে পার ওর গায়ে।' অমনি সবার হাত থেকে ঢিলগুলি গড়িয়ে পড়ে গেল।

আ. প্র. ১৭/ ১০.৫.১৯৪৯

আলোচনার ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশুখ্রীষ্ট, রসুল, কৃষ্ণ, চৈতন্য ইত্যাদিকে ভগবান বলে জানি। তার মানে তাঁরা সজ্ঞানে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত থেকে পৃথিবীতে তাঁদের কাজ করে গেছেন নরদেহ ধারণ করে। মুসলমানরা রসুলকে অবতার না বলে, বলে প্রেরিতপুরুষ, তা একই কথা একটু রকমারি করে বলা। কেষ্টঠাকুর অর্জ্জুনকে বলেছেন—তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নেই—প্রভেদ শুধু এই যে, আমি সব জানি, তুমি জান না। আপনারা না-জানা ও না-পারায় সীমায়িত হয়ে আছেন স্বেচ্ছায়। আপনাদের ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হলে, তাঁর উপর পাগলের মতো নেশা হলে, তখন না-পারা থাকবে না। তেমন কয়েকটা মানুষও যদি হয়, তাহলে শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবীর রূপ বদলে দেওয়া যায়।

আ. প্র. ১৭/১১.৫.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্ট যে বলেছিলেন—যারা তোমাদের কথা নেবে না, তাদের বাড়ীতে তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে এস। আমার মনে হয়, তার মানে হল—আজ যারা মূঢ়তাবশে তোমাদের কথা নিতে পারছে না, পরে একদিন তারা হয়তো তোমাদের ঐ পায়ের ধুলোর অমৃতময় প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

আ. প্র. ১৭/১৮.৫.১৯৪৯

একজন আমেরিকান ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—ক্রাইষ্ট তাঁর disciple (শিষ্য)-দের দিয়ে তাঁর কাজ করাবার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে জীবন দিয়ে বহন করতে পারে এমনতর ভক্তদের তিনি পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর চারিদিকে, যাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে, যাদের ভালবেসে মানুষ তাঁকে ভালবাসতে পারবে এবং এইভাবেই kingdom of heaven (স্বর্গরাজ্য) established (প্রতিষ্ঠিত) হবে পৃথিবীতে।

প্রশ্ন—তাদের বিশেষ programme (কর্মসূচী) কী ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল programme (কর্ম্মসূচী)-ই হল মানুষকে তাঁদের ভালবাসার স্পর্শ দেওয়া—যা character-এর (চরিত্রের) ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও মানুষকে প্রিয়পরমের ভাবে আলোকিত করে তোলে। আমরা ক্রাইষ্টকে যত ignore (উপেক্ষা) করেছি দৈনন্দিন জীবনে, তাঁর কথাগুলিকে সার্থক করে তুলিনি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে, তত আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

প্রশ্নকর্তা—মানুষ আস্তে আস্তে ক্রাইষ্টের কথা distort (বিকৃত) করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস আছে। একটা হলো জীবনের ভিতর-দিয়ে ক্রাইষ্টকে জীবন্ত করে তোলা। আর একটা আছে ক্রাইষ্টের নাম করে, ক্রাইষ্টকে ভাঙ্গিয়ে at the cost of Christ (ক্রাইষ্টের বিনিময়ে) complex (প্রবৃত্তি)-কে fulfil (পরিপূরণ) করা।

প্রশ্নকর্ত্তা—মানুষের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তো সবসময় সে ঠিক পথে চলতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-ইচ্ছাটা খুব তাজা নয়। আমি কই—যদি ভালই বাস, ভালবাসতে ইচ্ছাই করে, তবে ভালবাসায় মাতাল হও, ভালবাসার মদ খাও প্রাণভরে, যাতে তোমার স্পর্শ আর সবাইকেও মাতাল করে তোলে।

প্রশ্ন—সবাই কি পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে করে সে পারে। আমি বলি—ভালবাস, ভালবেসে যাও, দিয়ে যাও, ভালবেসে ফতুর হয়ে যাও, কিন্তু চেও না প্রতিদানে কিছু, যা পাবে তাতেই তৃপ্ত থাক, কিছুরই কাঙ্গাল সেজো না, যা পাও তাতে ভরপুর হয়ে ওঠ, flooded (প্লাবিত) হয়ে ওঠ, অঢেল হয়ে ওঠ। আমি গল্প শুনেছি—ক্রাইষ্টের একখানা রুমাল, একখানা ন্যাকড়া যে ভক্তের কাছে ছিল, সে তাই নিয়ে ক্রাইষ্টের ভাবে এমন বিভোর হয়ে থাকত যে কেউ তার সংস্পর্শে আসলে, সে তাকে একেবারে মাতাল করে তুলত। ভালবাসা যার হৃদয় জুড়ে থাকে, সে তো রাজাধিরাজ, তার কোন অভাব থাকে না। তার অন্তরের পূর্ণতা অপরকেও আনন্দপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু কামনায় কাঙাল হলে মানুষ self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হয়ে পড়ে। সে কেবল ভাবে—কি পেলাম, কি সে করল না। সে অবস্থায় প্রিয়কে enjoy (উপভোগ) করতে পারে কমই।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—ভালবাসার আগ্রহে মানুষের কর্ম্ম ও সেবা ফুটে ওঠে যখন, সে নানাভাবে তাঁকে পূরণ করতে চায় এবং বাস্তবে করেও তেমন, তখনই wise wind (প্রাজ্ঞ বায়ু) অমন করে কানের কাছে গান গেয়ে যায়। সেই গান, সেই শব্দ, সেই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ হলেন তিনি, যিনি চেতনস্মৃতি নিয়ে রক্তমাংসসঙ্কুল নরদেহে আবির্ভূত হন যুগে যুগে। শব্দই মূর্ত্ত হয়ে ওঠে যা কিছুতে। মানুষের জীবন্ত মূর্ত্তি ঐ শব্দেরই পরিণতি। যে-মানুষের মধ্যে পূর্ব্বাপর সবকিছুর conscious memory-(চেতনস্মৃতি) আছে, তিনিই পারেন আমাদের জীবনের পথ দেখাতে।

প্রশ্ন—Conscious memory (চেতনস্মৃতি) থাকা বলতে আপনি কী বলতে চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Remembrance of the Supreme Father (পরমপিতার স্মরণ) যাঁর মধ্যে spontaneous ও incessant (স্বতঃ ও নিরন্তর) হয়ে আছে, পরমপিতার স্মৃতি যার মধ্যে যতটুকু জাগরিত থাকে, পরমপিতাও তার মধ্যে ততখানি থাকেন। এটা হল ভক্তির লক্ষণ।

প্রশ্ন—সেটা কি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা সব আগেটাকেই এখন করে তোলে। অকাট্য ভালবাসা থাকলে, প্রিয়ের স্মৃতি তার মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। পরমপিতাকে যদি মানুষ নিরন্তরতার সঙ্গে স্মরণ-মনন করতে থাকে, তাতে তাঁর স্বভাবই সে

পায়। আমাদের এটা চেষ্টা করে করতে হয়, কিন্তু Prophet (প্রেরিত)-দের জন্মগত প্রকৃতিই এমনতর। .....প্রেরিত-পুরুষদের philosophy (দর্শন) অত্যন্ত practical ও concentric (বাস্তবতাসম্মত ও সুকেন্দ্রিক)। তাঁদের জীবন যদি এইভাবে পরিবেশন করা না হয়, তবে তার ভিতর-দিয়ে ভবিষ্যতে অনেক সর্ব্বনাশের বীজ ঢুকতে পারে সমাজে। জীবনে সার্থক হতে গেলে প্রধান জিনিসই হল আদর্শে actively concentric (সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক) হওয়া। তা বাদ দিয়ে কিছুতেই মানুষ well adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে চলতে পারে না।

আ. প্র. ১৭/২৩.৫.১৯৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা বাণী দিয়ে সেই প্রসঙ্গে বললেন—এই কথা যেন কখনও বিস্মরণ না হয়। আমার ঠাকুর আমাকে এমনি চান—সর্ব্বত্র সবার সঙ্গে ব্যবহারেই এই স্মৃতি জাগ্রত থাকা চাই। নচেৎ হবে না। কহিতে গিয়া কথার কথা হৃদয় খুলিয়া দিয়াছে—এমন হওয়া চাই। তাঁর কথা কইতে গিয়ে, আমি যেন আর আমাতে থাকি না। তিনিময় হয়ে যাই—ভাবের তেমন গভীরতা চাই—মেরী ম্যাগডালিনের যেমন হয়েছিল। সে এমনভাবে ক্রাইষ্টের কথা বলত যে, মানুষ তা শুনে তাঁর প্রতি ভালবাসায় একেবারে উন্মত্তের মত হয়ে যেত।

আ. প্র. ১৭/৩.৬.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্ট-এর জিনিসগুলি আমরা ঠিকভাবে পরিবেশন করিনি। তাই দুনিয়া বঞ্চিত হয়েছে, আমরাও হয়েছি।

আ. প্র. ১৭/৩.৬.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রীকৃষ্ণ তো শব্দযোগী ছিলেনই। আমার ধারণা ক্রাইষ্টও শব্দযোগী ছিলেন। তাঁর সব কথাই সন্তদের সঙ্গে মেলে। ঠিকভাবে পরিবেশন না হলে গোলমাল হয়। কোন পিছটান বা সংস্কারে আবদ্ধ থাকলে upper motion (উর্দ্ধগতি) stopped (রুদ্ধ) হয়ে যায়। বর্ত্তমান সন্তের মধ্যে পূর্ব্বতন সব সন্তই সঞ্জীবিত থাকেন। তাঁকে ভালবাসলে, তাঁর ভিতর-দিয়ে সবাইকেই পাওয়া যায়।

আ. প্র. ১৭/১০.৬.১৯৪৯

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বিবর্তনের বিধি এবং মহাপুরুষের জন্ম এই দুই-এর মধ্যে সঙ্গতি কী? মেরী এবং যোশেফ থেকে ক্রাইষ্টের মতো মানুষের আবির্ভাব হয় কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চাহিদা থাকলেই সে তার পরিপূরণ চায়। যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু মানুষের মনে একটা আকুল সমস্যা জেগেছিল যে, তখনকার প্রতিকূল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে টিকে থাকা যায়। একজন উদ্ধাতা কেউ এসে তাদের বাঁচার পথ করে দেবেন, এমনতর একটা প্রার্থনা ও বিশ্বাসের আবহাওয়া তখন সৃষ্টি হয়েছিল। বহু মানুষের মধ্যে তখন একটা আর্ত্তি দেখা দিয়েছিল। যোশেফ ও মেরী যেন সেই ভাবের একটা tuning centre (সমতান কেন্দ্র) হয়ে দাঁড়ালেন। তাই যীশু সেখানে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পেলেন।

একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ পরিবেশে যে বিশেষ ভাব দানা বেঁধে ওঠে, তা যেন কোন উপযুক্ত মাধ্যমকে আশ্রয় করে জীবনে বিবর্ত্তিত হয়ে উঠতে চায়। এইভাবেই সমষ্টির সম্বেগ কেন্দ্রীভূত হয়ে যখন রূপ পরিগ্রহ করে, তখন কোন মহানের আবির্ভাব হয় যিনি সাধারণের থেকে অনেক বড়। মানুষ এই ব্যাপারটাকেই ঈশ্বরীয় শক্তির অবতরণ বলে মনে করে। এইসব অবতারকল্প পুরুষ মানুষের কাছে একটা নূতন জীবনের আদর্শ তুলে ধরেন। মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যত তাঁকে অনুসরণ করে ততই তার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলে।

প্রশ্নকর্ত্তা—বিবর্ত্তনের যে সাধারণ বিধি তা দিয়ে অবতার মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণটা ঠিক বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিবর্ত্তনের বিধির পিছনে যদি urge ও energy (আকূতি ও শক্তি) না থাকে, তবে তা effective (কার্য্যকরী) হয় কী করে? যোশেফের বিবর্ত্তন তো চলছিলই। তিনি যা নিয়ে জন্মেছিলেন তার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাও চলছিল, তিনি যে পরিবেশের প্রভাবে ঐ উচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় হতে পারলেন, সেইটেই যেন হয়ে দাঁড়াল তাঁর evolved form (বিবর্ত্তিত রূপ)। তিনি যে ঐভাবে tuned (সমতান) হলেন, তাও সম্ভব হল তাঁর ভিতর সেই শক্তি ছিল বলে। রেডিয়ো যন্ত্রে বিশেষ tuning (একতানতা) থাকে বলে বিশেষ তরঙ্গ ধরা পড়ে। শূন্যস্থানে তা কি ধরা পড়ে?

আ. প্র. ১৭/১৫.৬.১৯৪৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশু last supper-এ (শিষ্যসহ শেষ ভোজনকালে) রুটিকে বলেছিলেন—This is my body (এটা আমার শরীর), মদকে বলেছিলেন—This is my blood (এটা আমার রক্ত)। Take this (এটা গ্রহণ কর)। তার মানে তিনি যা অনুমোদন করেন সেই পথে চলাই আমাদের উপজীব্য। এক কথায়, তাঁকে আমাদের ভিতর জীয়ন্ত রাখতে যা করা লাগে তাই করতে হবে। পরিবেশকেও সেই পথে টেনে আনতে হবে। আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে, আমরা সপরিবেশ মারা পড়ব।

উপস্থিত একজন উপরোক্ত বিষয়টির তাৎপর্য্য বুঝতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Wine (সুরা) বলতে বুঝি wine of love (ইষ্ট-প্রণয়মত্ততা), bread (রুটি) মানে যা-কিছু খাই তার ভিতর দিয়ে যেন তাঁর ভাবকেই সঞ্জীবিত করে তুলতে পারি আমাদের ভিতর। এমন খাদ্য খেতে হবে আমাদের যা ইষ্টানুগ চলনের উজ্জীবক ও সহায়ক। তাঁর flesh (মাংস) খাওয়া নয়। বরং সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে আমাদের শরীর-মনকে পুষ্ট করে তাঁর স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা সাধন করা—তাঁকে নিজেদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা।

আ. প্র. ১৮/৯.১.১৯৫০

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি প'ড়ে শোনাতে বললেন। পড়া হলো ঃ—

লীলায়িত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াশীল
সংঘাত হতেই আসে শক্তি,
শক্তির বিশেষ সঙ্গতিই আনে 'অস্ত্ব',
আর, তা হতেই বস্তু,
বস্তুর বিশেষ সংহতি হতেই
জীবনের উদ্ভব,
আর, সক্রিয় জীবনেই থাকে প্রাণনক্রিয়া।

বাণীটি পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একজনকে বাইবেলের Genesis (সৃষ্টি) অধ্যায়টি পড়ে শোনাতে বললেন।

পাঠ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সবটা মিলে অস্ত্ব থেকে বস্তু কথাটা ঠিক আছে তো?

উক্ত দাদা—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে একটু বিস্তার করে বলা আছে।

Genesis-এর (সৃষ্টির) প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় উক্তিটি হল—'The spirit of God moved upon the face of waters' (ভাগবত শক্তি জলের উপর দিয়ে অগ্রসর হল)।

শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—এমনতর কথা প্রচলিত আছে যে, নারায়ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে বটপত্রের উপর শুয়ে আছেন, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন, আর নারায়ণের নাভিকমল থেকে সৃজনকর্তা ব্রহ্মার সৃষ্টি হচ্ছে। বাইবেলের ঐ কথা এবং এখন যে বর্ণনা দিলাম এই দুয়ের মধ্যে মিল আছে বলে মনে হয়।

বটপত্র মানে বটের পাতা। বট মানে হও বা হওয়ার ভাব। আবার আছে, নারায়ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অনন্তনাগের উপর শায়িত আছেন এবং তাঁর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হল।

আ. প্র. ১৮/২১.১.১৯৫০

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যীশু তাঁর বাবাকে বাবা বলে ডাকতে পারতেন না সামাজিক পরিস্থিতির দরুন। তাই পরমপিতাকে তাঁর বাবা বলে ডাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাবা ডাকার hunger ও hankering (ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা) তাঁকে স্বতঃই অমনতর করে তুলেছিল। বুদ্ধদেবের যেমন জন্মের পরেই মা মারা গিয়েছিলেন। তাতে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জীবনটা দুঃখময় মনে হ'ত। তাই তিনি জগতে রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না। তাঁর নিজের জীবনে শূন্যতার বোধ এত গভীর হয়েছিল যে, সেইটাই ভূমায়িত হয়ে তাঁর দেবত্বকেও শূন্যতার রঙে রঙ্গীন করে দিয়েছিল।

আ. প্র. ১৯/৯.৫.১৯৫০

যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আগমন-সম্বন্ধে দুইজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইষ্ট যদি এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমরা গর্ব্ববোধ করব না কেন? যে-কোন মহাপুরুষই হোন্ তাঁর স্পর্শ আমরা লাভ করে থাকলে আনন্দ ও গর্ব্বেরই কথা। কারণ, তাঁদের জীবনের আলোতেই দুনিয়া আজও চলছে, সে-চলাটা যত খোঁড়াই হোক না কেন। অবশ্য, তিনি যত বড়

মহানই হোন না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না, যদি আমাদের জীবনে তিনি জীবন্ত হয়ে না ওঠেন।

আ. প্র. ১৯/১৭.৫.১৯৫০

ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্টের কথা মনে হলে বড়ই ব্যাথা লাগে। একলা-একলা যখন ভাবি তখন কান্না পেয়ে যায়।

আ. প্র. ১৯/২৭.৫.১৯৫০

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইংল্যাণ্ডে নাকি মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা দিন-দিন খুব কমে যাচ্ছে। আমরা Christ (ক্রাইষ্ট) থেকে যত সরে যাব, জীবনের পথ থেকেও তত সরে যাব। তখন যোগ্যতাহীন অর্জ্জন ও সাধনাহীন সমত্বের দাবী প্রবল হবে। আর, দাবী প্রবল হলে ভ্রাতৃত্বের ভাব থাকে না। এমনি করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন একটা যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদয় হয়।

আ. প্র. ১৯/১৮.৬.১৯৫০

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্ট বলেছেন—Take-up the cross and follow me (ক্রশটা হাতে তুলে নাও এবং আমাকে অনুসরণ কর)। Cross (ক্রশ) কথার মানে আমি এই বুঝি যে, আমার complex (প্রবৃত্তি) যখন ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার will (ইচ্ছা) যখন তাঁর প্রতিবন্ধক স্বরূপ সেই প্রবৃত্তিকে ভেদ করে ঠেলে ওঠে, এই অবস্থাই হচ্ছে ক্রশ। বেপরোয়া হয়ে এমনতর চলা লাগে। ইষ্টার্থপূরণের পথে যখনই যে প্রবৃত্তিই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করাই হ'লো জীবনের সাধনা। এই সংগ্রামই ক্রশ।

আ. প্র. ১৯/২৪.৭.১৯৫০

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—'I am the way, the truth, the goal ; none can come to the Father, but by me.' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই লক্ষ্য। আমাকে না ধরে কেউ পরমপিতার কাছে যেতে পারে না)। এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই। তাই ব্রহ্মবিদ্‌কে বাদ দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ আমাদেরই মতো মানুষ। তাই তাঁকে আমরা বুঝতে পারি, অনুসরণ করতে পারি, ভালবাসতে পারি। যেমন গণিতজ্ঞকে ধরে আমরা গণিত শিখি। ...ব্রহ্মবিদ্ যাঁরা হন, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বতনের সঙ্গে সঙ্গতি দেখা যায়। তাঁরা ভেদ সৃষ্টি করেন না। বরং তাঁদের ভিতর-দিয়ে পরস্পরের পরিপূরণে ঐক্যই এগিয়ে যায়। ক্রাইষ্ট বলেছেন, 'I am come to fulfil, not to destroy' (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি)। প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের মধ্যে এই পরিপূরণী লক্ষণটা স্বাভাবিক।

আ. প্র. ১৯/১০.৮.১৯৫০

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রাহ্ম ও প্রটেস্ট্যান্টরা লেজা-মুড়ো বাদ দিয়ে ধর্ম্মের পরিবেশন করতে যেয়ে বহু বিকৃতির সৃষ্টি করেছে। অনুষ্ঠান ছাড়া principle (নীতি)-গুলি maintained (সুরক্ষিত) হয় না। অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি বা কমতি ভাল না। অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে will (ইচ্ছাশক্তি) grow করে (বাড়ে)। Will-এর (ইচ্ছাশক্তির) ভিতর দিয়ে আবার activity (কর্ম্ম) grow করে (বৃদ্ধি পায়)।

আ. প্র. ১৯/২৬.৮.১৯৫০

শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস মনে বললেন—ক্রাইষ্টের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। তাঁর জীবন অত্যাচার, অনাচার ও উপেক্ষার।

আ. প্র. ২০/২৫.১১.১৯৫০

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাইবেলে আছে—'He who loves anything more than me is not worthy of me.' (কেউ যদি আমার চাইতে অন্য কিছুকে বেশী ভালবাসে তবে সে আমার উপযুক্ত নয়)। আমরা ভগবানে জীবন্ত হয়ে দুনিয়ায় যদি ছড়িয়ে পড়তে চাই, সেইটেই হয় সত্যিকার ব্যাপ্তি। কিন্তু তা না করে নিজেরাই যদি দুনিয়ায় ব্যাপ্ত হতে চাই তবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। কেউ যদি ভগবানের বিরুদ্ধে বলে এবং সেখানে যদি তার face (মোকাবিলা) করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলেই তাঁর প্রতি অনুরাগ বাড়ে।

ভালবাসাটা আরও radiating (বিকিরণী) হ'য়ে ওঠে। তার আগ পর্যন্ত ভালবাসার ঠিক ঠিক পরখ হয় না। সে অবস্থায় সেটা ভালবাসা না হয়ে leaning to complex (প্রবৃত্তি-নতি) ভালবাসার রূপ ধরেও থাকতে পারে।

আ. প্র. ২০/২৬.১১.১৯৫০

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—পিছটানের ইংরেজী কী?

নানাজনে নানারকম বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Backpull বললে হয়।

একজন আমেরিকান ভক্ত—Backpull মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা যীশুকে অনুসরণ ও পরিপূরণ করার পথে বাধা জন্মায় তাকেই বলা যায় backpull অথবা পিছটান। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-পরিজন ও স্বার্থের প্রতি টান যদি সেই পথে অন্তরায় হয় তাহলে সেটা পিছটান। যে টান ইষ্টের দিকে এগিয়ে দেয় তাকে বলা যায় forward pull বা ঊর্দ্ধমুখী টান।

আ. প্র. ২০/১৪.১.১৯৫১

কথাপ্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—যেখানে যীশুখ্রীষ্টের মতো লোক ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন, সেখানে সামান্য মানুষকে কি পরিবেশের জন্য দায়ী করা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কি সামান্য? যে ভাগবত প্রেরণা যীশুর জীবনে জীবন্ত ছিল, তাঁকে যারা মেরেছে তাদের মধ্যেও তা অনুস্যূত। ঐটের জাগরণ যার মধ্যে যতটা হয়, সে পারিপার্শ্বিককেও ততখানি অনুপ্রাণিত করতে পারে বাস্তবে।

আ. প্র. ২০/৩০.১.১৯৫১

ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্টকে আমার বড় ভাল লাগে, Father (পরমপিতা)-ই যেন তাঁর অহং।

আ. প্র. ২০/৩.৩.১৯৫১

একজন আমেরিকান ভক্ত বাইবেলের একটা কথা পড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেল যে কী সুন্দর, কিন্তু খুব কম লোকই বোঝে। মিশনারীরা পর্য্যন্ত বোঝে না। এটা যদি ভাল করে বুঝত, তাহ'লে দুনিয়ার এ দশা হ'ত না। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নিয়ে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বুঝ থাকলে আজ হয়ত ইউরোপ-আমেরিকার ঘরে ঘরে ক্রাইষ্টের সাথে-সাথে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ইত্যাদির পূজা হত। আর, এদেশেও ঘরে-ঘরে ক্রাইষ্ট, রসুল ইত্যাদির পূজা হত। তাতে সারা দুনিয়া হয়ত এক হয়ে যেত। এক জাতির মতো চলত।

আ প্র. ২০/৪.৩.১৯৫১

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলকে বলা যায় ক্রাইষ্টের বাণী। আর ক্রশকে বলা যায় তাঁর দুঃখভোগের প্রতীক। আমাদের তাঁর জন্য ঐভাবে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আ.প্র. ২০/৭.৩.১৯৫১

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেল, কোরান ইত্যাদির এত অপব্যাখ্যা পরিবেশন করেছে যে তা বলে শেষ করা যায় না। এইসব ভুল ব্যাখ্যায় দুনিয়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে।

আ. প্র. ২০/৬.৪.১৯৫১

একজন আমেরিকান ভক্ত এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলে আছে—যখন বর আসে, তখন নিয়মকানুনের বালাই থাকে না, বিভোর হয়ে আনন্দ করে মানুষ। তোমরাও পাগল হও, আনন্দ-মাতাল হও, কিন্তু unbalanced (সাম্যহারা) হয়ো না। মানুষ unbalanced (সাম্যহারা) হয় তখনই যখনই অনুরাগও থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবৃত্তিও থাকে। কিন্তু সব প্রবৃত্তি যখন ইষ্টমুখী হয় তখন unbalanced (সাম্যহারা) হয় না। সব সময় concentric (সুকেন্দ্রিক) থাকে। আর একটা আছে সুকেন্দ্রিক ভাবাভিভূতি। তাতে শরীরের ভিতর কেমন যেন করে।

আ. প্র. ২০/১৮.৪.১৯৫১

হনুমান সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার অনেক উচ্চাকাঙ্খা ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রের সাহচর্য্যে সে-সব নষ্ট হয়ে গেল। তার নায়কবৃত্তি যে ভাল, তা বোঝা যায়

ওতে। হনুমানের মতো কেউ পাশে থাকলে ক্রাইষ্টের ও-দশা হতো না। আমার মনে হয়, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার মূলে মেরী ম্যাকডিলিনীর অবদান অনেকখানি। ক্রাইষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর সে যেন পাগল হয়ে গেল। খায় না, লয় না, চুলগুলি উস্কখুস্ক, ঝরঝর করে কাঁদে, উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে সকলের কাছে তাঁর কথা কয়, মানুষকে সচেতন করে দেয়, পাহাড়ের উপরে গিয়ে দাঁড়ায়, উন্মত্ত ব্যাকুলতায় মানুষকে শোনায় তাঁর কথা। তখন মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ক্রাইষ্টের কথা শুনতে লাগল। এরপর অন্যান্য শিষ্যরাও যোগ দিল। কেউ হয়তো তাঁর রুমাল নিয়ে আসল, কেউ জুতো এনে দেখায়, কেউ খাতা-পুঁথি এনে হাজির করে, এইভাবে পরে দিন-দিন প্রচার বেড়ে গেল।

এইদিক দিয়ে ভাগ্যবান হলেন রামচন্দ্র। তিনি হনুমানকে পেয়েছিলেন। আর রসুল পেয়েছিলেন আলি, ওমর, ওসমান, আবুবকরকে। রামচন্দ্র বা রসুল তাঁদের শত্রুকে ক্ষমা করতে চাইলেও ওরা ক্ষমা করে না। হনুমানের তো কোন তুলনাই হয় না।

আ. প্র. ২০/১৯.৪.১৯৫১

একজন আমেরিকান ভক্তের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যতই লেখাপড়া শিখুক, যতই জানুক, তা যদি ক্রাইষ্টকে, প্রিয়পরমকে পূরণ না করে, তবে তা কিছুই নয়। সেগুলি সার্থক হয় না, সত্তাপোষণী হয় না।

আ. প্র. ২০/২৩.৬.১৯৫১

একজন দেশীয় খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঈশ্বর-অনুরাগই হল উন্নতির ও বিবর্ত্তনের একমাত্র পথ। প্রবৃত্তি ও শয়তানকে এড়িয়ে যতই আমরা ঈশ্বর-অনুরাগী হতে পারব, ততই ভাল। তাকেই বলে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের কোন ভেদ নেই। এক-একটি স্কুল। প্রেরিতপুরুষরাও একবার্ত্তাবাহী। ধর্ম্মের গ্লানি যখন আসে, যেখানে, যে-অবস্থায়, যেভাবে আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, সেইভাবে আসেন। বিশেষ জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর মধ্যেই তাঁর আগমন সীমাবদ্ধ নয় এবং বিশেষ শ্রেণীর জন্যও তিনি আসেন না। যেখানেই আসেন, ভাগবত নীতির সংস্থান করতেই আসেন। তাই খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, জৈন এদের মধ্যে ফারাক নেই। যদি কেউ ভাবে যীশু আমার নয়কো, শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়কো, বুদ্ধ আমার নয়কো, সে বঞ্চিত হবে। আবার, প্রত্যেকের দ্বারা পূর্ব্বতন

ব্যাখাত ও পরিপূরিত হন। যীশু বলেছেন, I am come to fulfill, not to destroy (আমি পূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে নয়)। একজন খ্রীষ্টান ধর্ম্মগুরু সবারই ধর্ম্মগুরু। তাঁকে আলাদা ভেবে নেওয়া মানে সেই ভাগবত উৎস যাঁতে সংহত হব, তাঁকেই অস্বীকার করা। তাঁরা বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, ধ্বংস করেন না। সেগুলিই ধ্বংস করেন, যেগুলি শাতনী। জীবনকে যারা ভালবাসে, ব্যাধিকে তারা ভালবাসতে পারে না। ঈশ্বরকে যখন ভালবাসি, শয়তানকে তখন ভালবাসা যায় না। ভালকে যখন ভালবাসি, অসৎকে তখন ভালবাসি না। যেখানে অসৎ-এর প্রতি ভালবাসা, সেখানে ভালর প্রতি ভালবাসা নেই।

আ. প্র. ২০/২৫.৭.১৯৫১

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একজন আমেরিকান ভক্তকে বললেন—তোমার যদি ক্রাইষ্টের ওপর তীব্র অনুরাগ থাকে; তোমার ভিতর তিনি জীয়ন্ত হয়ে উঠবেন, তোমার চরিত্রের ভিতর দিয়ে তিনি ফুটে বেরুবেন। তখন তোমার আগ্রহই হবে, তাঁকে পরিপূরণ করা, তাতে যত কষ্টই হোক, সেটা তোমার সুখের হবে। অমনতর অচ্যুত অনুসরণ যদি না থাকে; তবে বাইরে ভক্তির যত অভিব্যক্তিই থাকুক না কেন, তার মধ্যে বহু প্রবৃত্তির খেলা চলতে থাকবে। হয়তো তাঁর কথা বলতে গিয়ে প্রবৃত্তিমাফিক মনগড়া কথা বলতে থাকবে।

আ. প্র. ২০/২.৮.১৯৫১

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—ক্রাইষ্টের কথাগুলি যেন পুরোপুরি Vaishnavism (বৈষ্ণববাদ)। তাঁর কথা কেমন সুন্দর। এমন শান্তি, সুখ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বড় কমই পাওয়া যায়। তবে কালের প্রভাবে সব কিছুর মধ্যেই মন্দ ঢুকে যায়। ঐ মন্দগুলিকে আবার নিয়ন্ত্রণ করা লাগে এমনভাবে যাতে ভাল বই মন্দ না হয়।

একজন বললেন—কঠোর শাসনের ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনমতো মানুষ বিপথে যায়ই। বেশী করে খারাপ করে। তাই, আদর্শ থেকে যারা বিচ্যুত হয়, তাদের প্রতি সহনশীলতা মানে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজে খারাপ মানুষ থাকেই এবং তারা খারাপ করেই। তবে social administration (সমাজ-প্রশাসন) এমন হওয়া চাই যাতে খারাপটাও

বেশী খারাপ করতে না পারে। ধর, একজন হয়তো বদমাইশ। সে যদি অনুলোম বই প্রতিলোম ব্যাপারে কিছুতেই না যায়, তাহলে সেটা অন্ততঃ মন্দের ভাল। তাই এমন ব্যবস্থা করা লাগে, যাতে খারাপকেও ভাল করে তোলা যায়। যা ভালকে সমর্থন করে না, তা ভগবানের পরিপন্থী। আর, ভাল মানেই তোমার ও তোমার পরিবেশের existence-এর (অস্তিত্বের) পক্ষে nurturing (পোষণী)।

উক্ত ব্যক্তি—ক্রাইষ্ট বলেছেন,—'Those who are not with me, are against me' (যারা আমার সঙ্গে নয়, তারা আমার বিরুদ্ধে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সক্রিয়ভাবে তৎপরিপোষণী রকমে না চললে, তৎপরিপন্থী প্রবৃত্তিরই পোষকতা করা হয়।

আ. প্র. ২০/১৮.৮.১৯৫১

একজন আমেরিকান ভক্তের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্টই King (রাজা)। আর President (রাষ্ট্রপতি) হলো representative of people to serve Christ (জনতার প্রতিনিধি যীশুকে সেবা করবার জন্য)। President-এর (রাষ্ট্রপতির) যদি ক্রাইষ্টে allegiance (আনুগত্য) না থাকে তাহলে তিনি শয়তানের সেবক হয়ে দাঁড়াবেন।

আ. প্র. ২০/১৮.১২.১৯৫১

আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কামিনীকেন্দ্রিক মানুষের বরং পরিবর্ত্তন হতে দেখা যায়, কিন্তু অর্থকেন্দ্রিক মানুষের বড় একটা পরিবর্ত্তন হতে দেখা যায় না। ক্রাইষ্টের কথাই ঠিক—'It is easier for a camel to pass through the head of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven.' (একটা ধনীলোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চাইতে একটা উটের সূঁচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অনেক সহজ।) কিন্তু ইষ্টার্থে অর্থ যাদের, তেমনতর ধনীদের কথা বলছি না। ধন তাদের কাছে বড় নয়, সুকেন্দ্রিক চরিত্রই তাদের কাছে প্রধান সম্পদ।

আ. প্র. ২০/২৩.১২.১৯৫১

এক মেমসাহেবের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—Christ is a big begger of love. He says love me and love every one, because

everyone is mine. (ক্রাইষ্ট ভালবাসার ভিক্ষুক! তিনি বলেছেন, আমাকে ভালবাস এবং প্রত্যেককে ভালবাস। কারণ, সকলেই আমার)। আমরা তাঁর কাছে কম যেতে পারি। কিন্তু তিনি বহুবার আমাদের কাছে begger (ভিক্ষুক) হয়ে আসেন। যারা ক্রাইষ্টকে অনুসরণ করতে যা প্রয়োজন তা করে না, তারা councillor of Satan (শয়তানের প্রতিনিধি)। ক্রাইষ্টের প্রতি ভালবাসা না থাকলে সে যতই ভাল হোক না কেন, যে-কোনও মুহূর্ত্তে complex-এর (প্রবৃত্তির) victim (শিকার) হতে পারে। ক্রাইষ্টকে যতই নির্ব্বাসিত করবে, ততই disintigration (অসংহতি) আসবে।

হয়তো এই দুর্দ্দিনে তিনি কোথাও এসেছেন। তাঁর বাণী তিনি দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে লোকে বাঁচে। তিনি এক নিভৃত কোণে বসে অজ্ঞাত, অখ্যাত অবস্থায় তাঁর যা করার করে যাচ্ছেন। লোকে হয়তো তা জানে না। কতজনে হয়তো তাঁর কাছে আছে। আবার অগণিত লোক তাঁকে হয়তো বুঝতে পারছে না তিনি কি করছেন, কি জন্য এসেছেন। যেমন ক্রাইষ্টের কাছে থেকেও ত্রিশ টাকার জন্য ক্রাইষ্টকে bitray (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছিল। সব সত্ত্বেও তিনি সকলকে জীবনের পথ দেখাচ্ছেন, স্বস্তির পথ বাতলে দিচ্ছেন। দিচ্ছেন সেই message (বাণী), যার ভিতর আছে communism (সাম্যবাদ), socialism (সমাজতন্ত্রবাদ), democracy (গণতন্ত্র) ইত্যাদি সব ism (বাদ), সব তন্ত্রের fulfilment (পরিপূরণ)।

আ. প্র. ২০/১৫.২.১৯৫২

একজন বললেন—ক্রাইষ্ট ভারতে বারো বছর ছিলেন শোনা যায়। তাই, তাঁর ভাবধারার মধ্যে ভারতীয় ছাপ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ভারতবর্ষে থাকুন না-থাকুন, তাঁর যে বৈশিষ্ট্য, তিনি যে তাঁরই অনুপ্রেরিত সন্তান, সে বিষয়ে আর দ্বিতীয় কথা নেই।

আ. প্র. ২১/১১.৩.১৯৫২

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে সন্ধ্যা লাগে-লাগে এমন সময় আশ্রম থেকে নয়-দশ মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট প্রান্তরের এক পাশে সতরঞ্চ পেতে বসলেন। সঙ্গে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশ জন আছেন। তারা চারিদিকে ঘিরে বসেছেন।

হাউজারম্যানদা বললেন—এই জায়গাটা বেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর জায়গা দেখলে ক্রাইষ্টের কথা মনে পড়ে। আমরা যেমন বসে থাকি—তিনিও হয়ত তেমনি ক'রে বসে থাকতেন, গল্প করতেন।

আ. প্র. ২১/১২.৪.১৯৫২

স্পেন্সারদা বাইবেল থেকে সেন্ট পলের একটা কথা পড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Apostle-দের (পার্ষদদের) কথা আমাদের ততখানিই নিতে হবে; যতখানি ক্রাইষ্টের সঙ্গে মেলে।

স্পেন্সারদা—ক্রাইষ্টের তো সব বিষয়ে বলা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা আছে, তা থেকেই ধরা যায়। তিনি বলেছেন fundamentals (মূলকথা) যা কিছু। মানুষের becoming (বিবর্দ্ধন) যাতে হয়, সেই কথাই তিনি বলেছেন। মানুষ যাতে deteriorate করতে পারে (অপকর্ষ লাভ করতে পারে), এমন কোন কথাই তিনি বলেননি।

আ. প্র. ২১/১০.৫.১৯৫২

ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান মানে ষড়ৈশ্বর্য্যবান মানুষ। তিনি যাদুকর নন বা অবিধিপূর্ব্বক কিছু করেন না, miracle (অলৌকিক)-এর ধারও ধারেন না তিনি।

একজন বললেন—ক্রাইষ্ট তো অনেক miracle (অলৌকিক) দেখিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন হয়ত মানুষের মধ্যে সিদ্ধাইবাজী রকমটা খুব বেশী ছিল। তাই বোধহয় অমন করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, ওতে কিছু হয় না। বিশ্বাসই মূল জিনিস। Miracle is miracle, faith is faith (অলৌকিক অলৌকিকই, বিশ্বাস বিশ্বাসই)। কেউ হয়ত ক্রাইষ্টের স্পর্শে চোখ পেয়ে বলেছে—'আপনি সেরে দিলেন'। তাতে তিনি বলতেন—Your faith has cured you (তোমার বিশ্বাস তোমাকে সারিয়ে দিয়েছে)।

আ. প্র. ২১/১১.১১.১৯৫২

কথায়-কথায় একজন বললেন—খ্রীষ্টান মিশনারীরা তো কম করেনি দেশের লোকের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা অত করেছে, কিন্তু ক্রাইষ্টের প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ করেনি। একজনকে অমান্য করতে শিখিয়ে আর একজনকে মান্য করতে শেখানো যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তীকে নিন্দা করা মানে শয়তানি উদ্দেশ্য।

আ. প্র. ২১/২৪.১২.১৯৫২

ঈশ্বর-দর্শন জিনিসটা কী সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা আর ঈশ্বর-দর্শন এক কথা। ক্রাইষ্ট বলেছেন—'None can come to the Father but by me.' 'He who has seen me has seen the Father.' (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ ঈশ্বরকে পায় না, যে আমাকে দেখেছে সে পরমপিতাকে দেখেছে), আর তা না হলে 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং, পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।' ঈশ্বর-দর্শন হলে সবখানি নিয়ে একটা সামগ্রিক বোধসঙ্গতির উদয় হয়,—ঐ বোধটাকে বলা যায় দর্শন। সবটা নিয়ে একটা সঙ্গতি না হ'লে তাকে ঈশ্বর-দর্শন বলে না।

আ. প্র. ২২/২৪.৮.১৯৫৩

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ওরা ক্রাইষ্টকে চুরি করে কাশ্মীরে নিয়ে এসেছিল। একজন তহশীলদার ছিল, সে ছিল খুব তক্ষক মানুষ। এটা আমার ভাবতেও ভাল লাগে।

আ. প্র. ২২/২৪.১১.১৯৫৩

একজন বললেন—যীশুখ্রীষ্ট যে বলেছেন, 'কেউ যদি তার পিতামাতাকে আমার চাইতে বেশী ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়।'....সেখানেও তো যীশুখ্রীষ্টের আত্মাভিমান প্রকাশ পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা concentric (সুকেন্দ্রিক) হবার জন্য। আমার থেকে কেউ যদি বেশী থাকে তোমার, কিংবা কেউ যদি আমার সমান হয় তোমার কাছে, তবে টানটা bifarcated (দ্বিধাবিভক্ত) হবার সম্ভাবনা থাকে। তাতে পুরো adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয় না।

আ. প্র. ২২/১৬.১২.১৯৫৩

একজন আমেরিকান জিজ্ঞাসা করলেন—মধ্যস্থ ছাড়া মানুষ ভগবানে কেন্দ্রায়িত হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুর মতো দেহধারী কাউতে কেন্দ্রায়িত না হ'লে মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। সে complex-এ (প্রবৃত্তিতে) concentric (কেন্দ্রায়িত) হয় তখন।

উক্ত আমেরিকান—এর উর্দ্ধে ওঠা কি কারও পক্ষে সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুকুর যখন্ তার প্রভুকে ভালবাসে, তখন educated (শিক্ষিত) হয়, adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হতে থাকে। মানুষ যখন কাউকে ভালবাসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার complex (প্রবৃত্তি)-গুলিও তন্মুখী হয়—ভালবাসার তীব্রতা-অনুযায়ী। মানুষ Ideal (আদর্শ) না পেলে নিজের conception (ধারণা) মত চলে, ভগবান সম্বন্ধে real conception (প্রকৃত ধারণা) তার জাগে না।

আ. প্র. ২২/১.২.১৯৫৪

প্রসঙ্গক্রমে একজন আমেরিকান বললেন—আপনার কালকের একটা কথার মধ্যে বাইবেলের প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইষ্ট আমাদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, ভালবাসা ও অন্তরের আকৃতির একটি পূর্ণতম প্রতীক। আমাদের সবকিছুর echo (প্রতিধ্বনি)।

উক্ত আমেরিকান—ঠাকুর concentric (কেন্দ্রায়িত) হওয়ার কথা বলেন, এর অপব্যবহার হতে পারে। কারণ, হিটলার চাইতেন মানুষকে নিজেতে কেন্দ্রায়িত করে তুলতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিটলার যদি ক্রাইষ্টে কিংবা ক্রাইষ্টকে যিনি ভালবাসেন, এমন কারও প্রতি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হন এবং তাঁতে concentric করতে না চান, তাহলে হবে না। আমাদের বাইরে একটা পূর্ণতার প্রতীক থাকলে, আমাদের সমগ্র সত্তা সজাগ হয়ে ওঠে। নচেৎ মানুষ হয় না। Whole world (সমগ্র বিশ্ব)-কে যদি একটা point-এ (বিন্দুতে) concentric (সুকেন্দ্রিক) করে তুলতে পার, যিনি full of love (ভালবাসাময়), যিনি নিজে concentric (সুকেন্দ্রিক), তাহলে দুনিয়া আলোয় আলো হয়ে যাবে। তাই বলি দুটো চোখ এক-এ নিবদ্ধ কর, আলো পাবে।........যেই হোক, যাই হোক, ক্রাইষ্টই best fulfiller (সর্ব্বোত্তম পরিপূরক), যদিও তাঁর message এর (বাণীর) সবখানি বাইবেলে নেই।

প্রশ্ন—বাইবেল কি ক্রাইষ্টের true message (সত্যিকার বাণী)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকখানি।............

প্রশ্নকর্ত্তা—ডস্টোয়েভস্কি বলেছেন, আজ চার্চ্চের যে অবস্থা, তাতে ক্রাইষ্ট যদি আবার আসেন, চার্চ্চকে বাঁচাতে ক্রাইষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইষ্টকে যখন crucify (ক্রুশবিদ্ধ) করব না, তখনই life (জীবন) পাব। যখনই ক্রাইষ্টকে ignore (উপেক্ষা) করি, তখনই তাঁকে crucify (ক্রুশবিদ্ধ) করি।

আ. প্র. ২২/২.২.১৯৫৪

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—ক্রাইষ্টের সময় কী বীজ নাম ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, অনেকে মেরী নাম জপ করতো।

আ. প্র. ২২/৩.২.১৯৫৪

একজন আমেরিকান অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে আমরা বুঝতে পারি, যদি তার মধ্যে সঙ্গতি থাকে। নচেৎ আমাদের ভিতরে meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয় না, একটা insane go (বাতুল গতি) হয় তখন। বোধি-সঙ্গতি থাকে না, সব বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে আমাদের কাছে। আমি ধর্ম্ম, ভগবান-টগবান কিছু জানি না। আমি ক্রাইষ্টকে ভালবাসি এবং তাঁকে অনুসরণ করি—এইটে যদি থাকে, তবে এর মধ্য দিয়েই যা আসার আসে।

আ. প্র. ২২/৩.২.১৯৫৪

কথাপ্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—পরমপুরুষ যদি সবই পারেন তাহলে যীশু নিজেকে বাঁচালেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো নিজের সম্বন্ধে দেখেন না, দেখেন আমাদের সম্বন্ধে—যারা তাঁর environment (পরিবেশ)। তাদের জন্যই করেন। তিনি নিজের জন্য করতে চান না। আগুন জানে না যে সে কী। কিন্তু কোথাও আগুন লাগিয়ে দাও, সব পুড়ে যাবে।

প্রশ্ন—তিনি তো সবই জানেন, তবুও তিনি অস্বীকার করেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর— 'অবতার নাহি কহে আমি অবতার'। এই তুমি যেমন বক্তৃতা

দাও, লোকে ভাবে—ওরে বাবা, কত বড় পন্ডিত। কিন্তু তুমি ভাব—আমি কত বড় গোমুখ্যু।

দীর. ১/৪.৫.১৯৫৩

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বাইবেলে এইরকম একটা কথা আছে, By contact with salt you'll become salt, by contact with the light you'll become light. এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—same thing (একই জিনিস)।

দীর.১/৫.৫.১৯৫৩

একটি দাদা বাইবেলের 'Poor in spirit' কথার মানে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'Poor in spirit' মানে হামবড়াই—হাম্ হ্যায়। আর strong in spirit মানে তুমিই আমার spirit (আত্মা)।

উক্ত দাদা—এমন কি কেউ আছে যার হৃদয় পবিত্র?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God-loving and Lord-loving heart is ever pure (ঈশ্বর-অনুরাগী এবং প্রভু-অনুরাগী হৃদয় চির-পবিত্র)।

দীর. ১/২৫.৭.১৯৫৫

একজন মা বাইবেল নিয়ে এসে এক জায়গা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—'He who will not take His cross and follow after me is not worthy of me.' (যে তাঁর ক্রশ নিয়ে আমাকে অনুসরণ করবে না সে আমার যোগ্য নয়), বাইবেলের এই উক্তিটির মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে cross (ক্রশ) মানে sufferings (দুঃখকষ্ট)।

উক্ত মা—এটার মানেও তো বুঝতে পারি না—He who has found his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. (যে নিজ জীবনের খোঁজ করবে সে জীবন হারাবে; আর যে আমার জন্য তার জীবন হারাবে সে তার জীবন খুঁজে পাবে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তুমি যদি নিজের স্বার্থ দেখে-দেখে চল তাহ'লে জীবন হারাবে। আর যদি আমার স্বার্থ পরিপূরণে তৎপর হও, তবে অনন্ত জীবন লাভ করবে।

দীর. ১/২.৮.১৯৫৫

শ্রীশ্রীঠাকুর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'Spirit is willing but flesh is weak' (প্রাণ চায়, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল) কে কইছিল?

উক্ত দাদা—Christ (খ্রীষ্ট) বলেছিলেন Peter (পিটার) সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ-এর follower-দের (খ্রীষ্টের অনুগামীদের) অনেক-কিছুর lacking (অভাব) ছিল। কিন্তু রসুলের অনুগামীদের অমন ছিল না। আবার রামচন্দ্রের ওদেরও ছিল না। হনুমানের ছিল otherwise (অন্যরকম) বুদ্ধি। সুগ্রীব রাজা হবে, ও মন্ত্রী হবে। কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে যেয়ে কয়, না, আমি মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে চাই নে। হনুমান Dravidian (দ্রাবিড়ের অধিবাসী), খুব পন্ডিত ছিল। আবার গানও গাইতে পারত। ষাঁড়ের মত গলা নিয়ে গান গাইত। লক্ষ্মণ হনুমানকে ঢের গালাগালি করেছে। কিন্তু হনুমান তাতে টলেনি। আবার সীতাও লক্ষ্মণকে গালাগালি করত। কিন্তু লক্ষ্মণ তাতে রাগ করত না।

দীর. ১/৫.৯.১৯৫৫

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন,— Christ-এর (খ্রীষ্টের) নামে এখন কত কী যে হয়েছে তার ঠিক নেই। এখন Christ-এর (খ্রীষ্টের) মত বড়লোক কে আছে? Church (গির্জ্জা) মানে belonging to Christ (খ্রীষ্টের সম্পত্তি)।...

একটু চুপ করে থেকে যেন আত্মগতভাবে বলে যেতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান বুদ্ধের মত বড়লোক কে আছে? হজরত রসুলের মত বড়লোক কে আছে? Christ-এর (খ্রীষ্টের) মত বড়লোক আর কে আছে? তাঁদের জন্য যারা করেছে তারা আবার পাবক-পুরুষ হয়ে গেছে। হজরত রসুলের সেবক যেমন আলী, ওসমান, এমনি কত Saint (সন্ত) আছেন। অমনিই হয়ে থাকে।

দীর. ২/১৫.১১.১৯৫৬

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলে আছে, 'He who loves his father and mother more than me is not worthy of me.' (যে তার পিতামাতাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার জন্য উপযুক্ত নয়)। এইরকম আরো sentence (বাক্য) আছে, 'loves his brother and sister more than me' (ভাইবোন কে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে) ইত্যাদি।

একজন বললেন—সবটা পড়ে মনে হয়, Christ (খ্রীষ্ট) যেন বলতে চাইছেন, He who loves anything more than me (যে আমার থেকে কোন-কিছু বেশী ভালবাসে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আনন্দের আতিশয্যে পুলকিত হয়ে) বললেন—এই, ঠিক-ঠিক। He who loves anything more than me is not worthy of me (যে আমার চাইতে কোন-কিছু বেশী ভালবাসে সে আমার জন্য উপযুক্ত নয়)।

দীর. ২/২১.১১.১৯৫৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Christ-কে (খ্রীষ্টকে) বুঝতে দেয়নি মিশনারীরা। ওরা এদেশে এসে বলত তোমাদের কৃষ্ণ লুচ্চা, বদমায়েস, এই রকম কত কী! Christ-এর follower-রা (খ্রীষ্টের অনুসরণকারীরা) যখন কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এরকম কথা বলত, তাই শুনে মানুষ Christ- এর (খ্রীষ্টের) কথাও ভাল করে শুনতে চাইত না। Prophet (প্রেরিতপুরুষ) কখনও Prophet- এর (প্রেরিত পুরুষের) নিন্দা করেন না। কিন্তু ওরা follower (অনুসরণকারী) হয়ে তাই করত। তাতে ফল ভাল হয়নি। ওরা বলে, Holy spirit (পবিত্র আত্মা) দ্বারা baptized (দীক্ষিত) হও। Holy spirit হলেন Christ (পবিত্র আত্মা হলেন খ্রীষ্ট)। তোমরা যেমন গঙ্গাজলের দ্বারা baptized (দীক্ষিত) হও, ওরা হয় তেমনি জর্ডানের জলে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা তাহলে symbolic (প্রতিরূপক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

উক্ত দাদা—পল্-এর কথা আছে one religion (এক ধর্ম্মমত) হোক, one country (এক দেশ) হোক। এতো আপনারই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডানহাতের তর্জ্জনীটি তুলে আয়তলোচন দুটি মোহন ভঙ্গিমায় টেনে বললেন—ও কথা তোমাদেরও ছিল। ঐ যে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্', এ তোমাদেরই কথা বহু যুগ আগের থেকে। সমস্ত Prophet-ই (প্রেরিতপুরুষই) মূলতঃ একই মানুষ। আমি তো কোন Prophet-কেই (প্রেরিতপুরুষকেই) আলাদা করি না।

দীর. ২/৮.১২.১৯৫৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Christ-এর (খ্রীষ্টের) সাথে নাকি অনেকে থাকত। একদিন একজন বলে, আমি এতদিন আপনার পাছে-পাছে থাকলাম, কিন্তু আপনি যাঁকে Father (পিতা) বলেন তাঁকে তো দেখতে পেলাম না। তখন Christ (খ্রীষ্ট) বলছেন এতদিন আমার কাছে থাকলে অথচ Father-কে

(পিতাকে) দেখলে না!....গীতায় আছে 'বহুনি মে ব্যাতীতানি জন্মানি', আমার বহু জন্ম পার হ'য়ে গেছে। বাইবেলেও ঐরকম আছে, 'Before Abraham was, I am' (আব্রাহামের পূর্ব্বেও আমি ছিলাম)। এইরকম কথা বাইবেলে বোধ হয় আরো পাওয়া যেতে পারে।.... এই 'আব্রাহাম' কথাটা শুনে মনে হয় আব্রহ্ম নাকি! ব্রহ্ম-শব্দের সাথে আব্রাহাম-শব্দের একটা মিল আছে।

দীর. ২/৩.১.১৯৫৭

আজকাল অনেকে বিভূতি দেখিয়ে, বাণী দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, এই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণ থাকলে-পরে একরকম বিভূতি আসে। ও অনেকের হয়-টয়। .....Christ-ও (খ্রীষ্টও) ওরকম খুব করতেন। তাঁর চাদরের কোণা ধরে একবার কার বহুদিনের রোগ সেরে গেল। তাতে তিনি বললেন—It is not I, but your faith that hath healed you. (আমি নই, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রোগমুক্ত করেছে)।

দীর. ২/৩.১.১৯৫৭

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের এই যে culture (কৃষ্টি), এটা হল Vedic culture (বৈদিক কৃষ্টি)। এটা শুধু আমাদেরই নয়, ওদেরও মানে west-এও (পাশ্চাত্ত্যেও) আছে। কিন্তু এখন ওদের কাছে এটা foreign (বিদেশী) হয়ে গেছে। এই culture-টা (কৃষ্টিটা) ইন্দো-এরিয়ান শুধু না, ইন্দো-ইউরোপীয়ানও বটে। কিন্তু Christanity-কে (খ্রীষ্টীয় মতবাদকে) ওরা সেভাবে ভাবতে পারেনি। ওটা ওদের নিজস্ব জিনিস বলেই ভাবত, আর তা অন্য দেশে চালাবার চেষ্টা করত। কিন্তু Christ (খ্রীষ্ট), কৃষ্ণ এবং এই জাতীয় যাঁরা, তাঁরা কোন বিশেষ দেশের জন্য আসেন না। তাঁরা আসেন সবার জন্যে। আমরা ভাবি, সেই একই বারে-বারে আসেন। তিনিই রামচন্দ্র, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই নানারূপে আসেন। কিন্তু ওরা তা স্বীকার করতে পারে না। Jesus (যীশু) যেমন Son of God (ঈশপুত্র), তেমনি আবার Son of Man (মানবপুত্র)। শ্রীকৃষ্ণও তেমনি Son of God (ঈশপুত্র), আবার Son of Man (মানবপুত্র)। রামচন্দ্রও Son of God, Son of Man (ঈশপুত্র, মানবপুত্র)।

দীর. ২/২৫.১.১৯৫৭

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইবেলে একটা কথা আছে, 'He who is not with me is against me' (যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে)। তার মানেই হ'ল, He who is not in favour of existence is against existence (যে সত্তার পক্ষে নয়, সে সত্তার বিপক্ষে)। একটা জিনিস যদি কেবল তোমার existence-এর favour-এ (অস্তিত্বের পক্ষে)যায় অথচ তা অন্য সবার existence-এর against-এ (অস্তিত্বের বিপক্ষে), তাহলে সেটা আর common interest (সাধারণ স্বার্থ) হ'ল না। সেইজন্য Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথার মানেই ঐ।

দীর. ৩/১৯.২.১৯৫৭

একজন যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, Jesus crucified (যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে হত) হননি। পরে তিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। সেখানে তপস্যা করেন অনেকদিন। কাশ্মীরে Jesus-এর (যীশুর) নামে একটা tank (পুষ্করিণী) আছে। ওখানে নাকি Jesus-এর (যীশুর) লাঠিও আছে।

একটি দাদা বললেন—আমিও শুনেছি এরকম ইতিহাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christianity (খ্রীষ্টধর্ম্মমত) হ'ল Buddhism-এর (বৌদ্ধধর্ম্মমতের) একটা form (রূপ), simplest form (সরলতম রূপ)। আবার, বাইবেলে লিখিত Christianity ও Hinduism-এর (খ্রীষ্টধর্ম্মমত ও হিন্দুত্বের) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। Vaishnavism ও Christianity-র (বৈষ্ণব মতবাদ ও খ্রীষ্ট মতবাদের) মধ্যে খুব মিল আছে। আবার Vaishnavism ও Buddhism-এর (বৈষ্ণব মতবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের) মধ্যেও অনেক মিল আছে।

দীর. ৩/১৭.৩.১৯৫৭

যীশুর পিতামাতা নিয়ে আলোচনা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Jesus-এর father-mother (যীশুর পিতামাতা) spirit of God-এ (ঈশ্বরের আত্মায়) বিশ্বাসী ছিলেন। আর ওঁদের বিবাহটা—এই যেমন আমাদের শাস্ত্রে অনেক রকম বিবাহ আছে—গান্ধর্ব বিবাহ, আসুর বিবাহ,

এইরকম আট প্রকারের বিবাহ আছে। জোসেফ আর মেরীরও ঐরকম গান্ধর্ব জাতীয় বিবাহ হয়েছিল।

দীর. ৩/১৭.৩.১৯৫৭

একটি আমেরিকান দাদার ব্যক্তিগত নানা সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটার সাথে সব harmonize (সামঞ্জস্য) করে নেওয়া লাগে। Harmony (সামঞ্জস্য) চাই। ঐ যে সানাইতে পোঁ ধরে (অনেকক্ষণ নিজে মুখে পোঁ শব্দ করে দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুর)—আর তার সাথে অন্য বাজনাগুলি সুরসঙ্গত করে। এইরকম পোঁ হলেন Christ (খ্রীষ্ট)। তাঁর সাথে আর যা-কিছুকে harmonize (সামঞ্জস্য) করা লাগবে। .....আমি চুরি করি, debauchery (লাম্পট্য) করি, সবই করব তাঁর নামে। তখন আর সেগুলি চুরি, debauchery (লাম্পট্য) থাকে না। তখন সে-মানুষ সেন্ট অগাস্টিনের মত হয়ে পড়ে। এইরকম হওয়া লাগে—I love you in the name of Christ. I love you because I love Christ. (আমি তোমাকে খ্রীষ্টের নামে ভালবাসি। আমি খ্রীষ্টকে ভালবাসি বলেই তোমাকে ভালবাসি)।

দীর. ৩/৪.৯.১৯৫৭

প্রসঙ্গক্রমে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—শুধু বাইবেল পড়েই কি Christ-কে (খ্রীষ্টকে) পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি Christ-কে (খ্রীষ্টকে) ভালবাসেন এমন লোকের কাছে যাওয়া লাগবে। বাইবেলের কথা তাঁর কাছে বোঝা লাগবে। (একটু থেমে) আমার একটা কথা ভাল লাগে—commutation. আমি mutation (অবস্থান্তর) বললাম, কারণ ওর মধ্যে একটা change (পরিবর্ত্তন) আছে, একটা রকমের থেকে আর-একটা রকমে চলে যায়। তুমি আর তোমার মা কথা বলছ। বলতে-বলতে তোমাদের মধ্যে কিন্তু mutation (অবস্থান্তর) ঘটছে। Commutation অবশ্য আমার coined word (গঠন করা শব্দ)।

দীর. ৩/৯.১২.১৯৫৭

একজন আমেরিকান ইষ্টভ্রাতার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আসল বস্তু হলেন Christ (খ্রীষ্ট), যাঁর কাছে সব-কিছু meet করেছে (মিলিত

হয়েছে)। আমি বাঁচতেই চাই, মরতে চাই না। আবার পরিশ্রম করি সুখলাভের জন্য, দুঃখের জন্য নয়। আমার বাঁচার সমস্ত প্রয়োজন যিনি পরিপূরণ করেন, তিনিই তো Christ (খ্রীষ্ট)। আমরা যাই করি, তার গোড়া যদি তিনি না হন তাহলে আর সুবিধা হয় না।

দীর. ৪/৬.১.১৯৫৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— Lord Christ (প্রভু যীশুখ্রীষ্ট) ভালবাসতেন all the Prophets of the world (জগতের সমস্ত প্রেরিতপুরুষকে)। সবার প্রতি তাঁর ছিল একটা revering love (শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা)। Moses (মুশা)-কেও তিনি criticise (সমালোচনা) করেননি। প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে Moses (মুশা) বলেছিলেন—'heart for a heart, tooth for a tooth' (প্রাণের বদলে প্রাণ, দাঁতের বদলে দাঁত)। সে-কথা Christ-কে (খ্রীষ্টকে) বলা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা তখন hard-hearted (নিষ্ঠুর হৃদয়) ছিলে, তাই তিনি ও-রকম বলেছিলেন।

দীর. ৫/২৮.৩.১৯৫৯

একজন আমেরিকান ভক্তের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ বড় বেকুব। কুত্তার থেকেও বেকুব। এ রকমটা হয়েছে কিন্তু Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা না মেনে। ঐ যে তিনি বললেন, কোন মেয়ের দিকে lust (কামাসক্তি) নিয়ে তাকালে সেটা হয় adultery (ব্যাভিচার)। তারপর বললেন, divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ক'রো না। আমরা কি তা মানলাম? তাঁর কথা কি শুনলাম? তিনি এমনতর একজন মানুষ, এত বড় মানুষ যে এত বছর হয়ে গেল, তবুও Christ-এর (খ্রীষ্টের) নাম চলছে। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। করলেন অনেক, বললেন অনেক, দেখালেও অনেক। কিন্তু আমরা তা শুনলাম না, করলাম না।

দীর. ৫/৩১.৩.১৯৫৯

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যীশু প্রথমেই বললেন, Come to me. I shall make you fishers of man (আমার কাছে এস। আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব)। তিনি অবতার

মানুষ। সেইজন্য তিনি, ঐ দেখ, অত দূরে বসেও তোমাদের কথাই কলেন। কিন্তু তোমরা আর তা কও না। তোমরা শেকস্‌পীয়ার কও। আরো কত কী কও।

দীর. ৫/২৪.৮.১৯৫৯

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—Christian-রা (খ্রীষ্টানরা) মরণের পরে Day of Judgement-এর (বিচারের দিনের) কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Day of Judgement (বিচারের দিন) সবারই আছে। মুসলমানদেরও আছে রোজ কায়ামত। হিন্দুদের আছে গয়ায় পিন্ডি দেওয়া। তার মানে তুমি পুনরায় দেহ ধারণ কর। Judgement (বিচার) পেতে গেলে দেহ ধারণ করা ছাড়া তো তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই Day of Judgement (বিচারের দিন) মানে Day of Resurrection (পুনরুত্থানের দিন)।

দীর. ৫/২৯.৮.১৯৫৯

ভগবান যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে একজন বললেন—মানুষে বলে, this was meant to be (এটা হতই)।

বিস্মিত হয়ে ব্যথিতস্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Meant to be (হতই)! আমি মরবই বলে চুপ করে বসে তো থাকিনে। ডাক্তার আনি, দেখাই, কত কী করি। Chirst-এর (খ্রীষ্টের) জন্মের সাথে-সাথেই, জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গেই তিনি চেষ্টা করেছেন, কিসে মানুষের ভাল হবে। তার জন্য তিনি তিব্বতে গেলেন, কোথায় কোথায় গেলেন, কত কী ঘাঁটলেন।

দীর. ৫/২৯.৮.১৯৫৯

কথাপ্রসঙ্গে একজন আমেরিকান ভক্ত বললেন—Christ (খ্রীষ্ট) মানুষের ভাল করতে গিয়েই তো crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ-এর (খ্রীষ্টের) ভাল করা আর common man-এর (সাধারণ মানুষের) ভাল করা, এ দুইয়ের মধ্যে gulf of difference (দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান)। Christ (খ্রীষ্ট) ভাল করেন ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রতি প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিকভাবে। আর, ওরা ঐ ব্যক্তি বাদ দিয়ে socialism (সামাজিক উন্নয়ন) না কী কয়, তাই করে।

উক্ত ব্যক্তি—Christ-এর follower-দের (খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের) মধ্যে বেশী গোলমাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Follow (অনুসরণ) না করে কি follower (অনুসরণকারী) হওয়া যায়? (একটু পরে বললেন) Prophet-দের (প্রেরিতদের) একটা রকম এই যে তাঁরা কখনও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে দেন না।

দীর. ৫/৭.৯.১৯৫৯

কথায়-কথায় একজন বললেন—বাইবেলে আছে, 'Don't tempt the Lord, thy God' (তোমার প্রভু, যিনি তোমার ঈশ্বর, তাঁকে প্রলুব্ধ করো না)। কিন্তু God (ঈশ্বর) তো মানুষকে tempt (প্রলোভিত) করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—God (ঈশ্বর) মানুষকে tempt (প্রলুব্ধ) করেন, এই তোর বুদ্ধি?

অন্য একজন—God (ঈশ্বর) বোধ হয় মানুষকে test (পরখ) করেন, tempt (প্রলোভিত) নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান test (পরখ) করেন মানে, তোমার হয়তো কোন বিষয়ে propentioms will (বিশেষ ইচ্ছার ঝোঁক) আছে। এখন Satan (শয়তান) সেই will-এ (ইচ্ছায়) বাধা দেয়। তুমি কতখানি তাকে ignore করে (অবহেলা করে) ভগবানের পথে চলতে পার—তাই হল আসল কথা। আর, এর ভিতর দিয়ে তোমার intelligence-ও (বোধও) বাড়ে।

দীর. ৫/১০.৯.১৯৫৯

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—মানুষ miracle (অলৌকিকতা) বেশী ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুখ্রীষ্টের জীবনী দেখ। সারা জীবনে তিনি অনেক miracle (অলৌকিকতা) দেখিয়েছেন। কিন্তু তার উপর কিছু দাঁড়ায়নি। দাঁড়ালো তাঁর character-এর (চরিত্রের) উপর।

দীর. ৫/১২.১০.১৯৫৯

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—God-এর সংস্কৃত ধাতু হল হু, মানে to invoke, আহ্বান করা। সেই আহ্বান কেমন? তাঁকে অন্তরে স্মরণ-মনন করে

তাঁর গুণাবলীতে অভিষিক্ত হয়ে ওঠা। যেমন, Christ-কে (খ্রীষ্টকে) আহ্বান করা মানে তাঁর attributes-এ (গুণাবলীতে) আমার ভিতরটা অভিষিক্ত করা, তাঁর ভাববৃত্তি-অনুযায়ী আমি active (ক্রিয়াশীল) হয়ে উঠব, আমার conduct-এর (আচরণের) ভিতরে তা সঞ্চারিত হবে। আমি যতদিন থাকব, আমার অস্তিত্ব যতদিন আছে, ততদিন ঐভাবে আমি চলব। এই হ'ল invoke (আহ্বান)।

দীর. ৫/২৪.১০.১৯৫৯

একজন আমেরিকান ভক্তকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই দ্যাখ্, whole Bible-এ (সমস্ত বাইবেলের) মধ্যে দেখলে দেখবি, সেখানে theory বা fiction (শুষ্ক নীতিবাক্য বা কল্পিত উপকথা) বলে কিছু নেই। আছে কর্ম্মের কথা—কর, কর, কর। কেবল কথাবাজি ক'রে বেড়ানো কিন্তু education (শিক্ষা) নয়। যা জান সেটা achieve (অধিগত) করা লাগবে। শুধু ধর্ম্মকথা বলা বা শোনা কিন্তু ধর্ম্ম করা নয়। ধর্ম্মের নীতিগুলো তোমার work out (কার্য্যে পরিণত) করে তুলতে হবে।

উক্ত ব্যক্তি—বাইবেলে আছে, 'Seek and it will be opened unto you' (অনুসন্ধান কর, ইহা তোমার নিকট বিকশিত হইবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Seek (খোঁজ করা) মানে কিন্তু actively seeking (সক্রিয়ভাবে খোঁজা)। আবার seek-এর (খোঁজার) মধ্যে skill-ও (দক্ষতাও) আছে। ধর, তোমার একটা পয়সা প'ড়ে গেছে, তাকে খুঁজছ। সেটা actively (সক্রিয়ভাবে) খোঁজো তো। কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেখানে খোঁজ কর। তারপর seek (খোঁজ) করতে করতে পেয়েও যেতে পার।

দীর. ৫/১৬.১১.১৯৫৯

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Christ নিজেই fire (খ্রীষ্ট নিজেই অগ্নি), কারণ তিনি evil (অসৎ)-গুলিকে পুড়িয়ে মারেন। He is the spirit which is exposed in material embodiment with conscientious co-ordination (তিনি সেই মহাশক্তি যা বিবেকী সমন্বয়-সহ বাস্তব মূর্ত্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে)।